এলটি কোল খাজুর সিং

বনাম

দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্য।

(প্রধান বিচারপতি বি. পি. সিনহা, জে. এল. কাপুর,

পি.বি. গজেন্দ্রগাড়কর, কে. সুব্বা রাও, কে এন. ওয়ানচু, কে.সি. দাস গুপ্ত এবং জে.সি. শাহ, মহামান্য প্রধান বিচারপতিগণ)

মৌলিক অধিকার, এর প্রয়োগ- ভারত সরকারের বিরুদ্ধে রিট জারি করার জন্য উচ্চ আদালতের ক্ষমতা -ভারতের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৩২(২ক), ২২৬।

জম্মু ও কাশ্মীরের হাইকোর্ট, নির্বাচন কমিশনে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, ভারত বনাম সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাও, [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪ এবং কে.এস. রশিদ এবং পুত্র বনাম আয়কর তদন্ত কমিশন ইত্যাদি, [১৯৫৪] এস সি আর ৭৩৮, ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যরা বিরুদ্ধে আপীলকারী দ্বারা তৈরি একটি রিট জন্য একটি আবেদন খারিজ অনুচ্ছেদ ৩২(২ক), এর অধীনে, যার প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুরূপ সংবিধানের ২২৬ এর, প্রাথমিক আপত্তিতে যে উল্লিখিত আবেদনটি ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় কারণ এটি সেই আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে ছিল। আপিলকারীর মামলা ছিল যে তিনি লেফ্টার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরে কর্নেল এবং ২০ই নভেম্বর, ১৯৬১-এ ৫৩ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত চাকরি চালিয়ে যাওয়ার অধিকার ছিল, কিন্তু ৩১ শে জুলাই, ১৯৫৪-এ ভারত সরকার কর্তৃক জারি করা একটি চিঠির মাধ্যমে অকালে অবসর নেওয়া হয়েছিল, কোনো অভিযোগ ছাড়াই চার্জ এবং সংবিধানের ১৬(১) অনুচ্ছেদে লঙ্ঘন।

আদেশ যে, হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের সঠিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না এবং আপিল অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ার, সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আদেশ দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তির বাসস্থান বা অবস্থানের উপর নির্ভর করে না বরং আদেশটি পাসকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে এবং যেখানে আদেশটি কার্যকর হয় সেখানে এই ধরনের এখতিয়ার নির্ধারণে প্রবেশ করতে পারে না। যেহেতু একটি সরকারের কার্যকারিতা প্রকৃতপক্ষে তার আদেশকে কার্যকর করা বোঝায়, এই ধরনের কার্যকারিতা নিবন্ধে "এই অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলির অর্থ নির্ধারণ করতে পারে না। তাই একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে থাকেন যদি তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন, সরকার ব্যতীত অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে থাকে যদি তার কার্যালয় সেখানে থাকে এবং একটি সরকার যদি তার আসন থেকে, প্রকৃতপক্ষে, এটি সেখানে কাজ করে। .

২২৬ অনুচ্ছেদে 'কর্তৃপক্ষ' শব্দটি বলা ঠিক নয় একটি সরকার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। এই শব্দটিকে অবিলম্বে অনুসরণ করে "যথাযথ ক্ষেত্রে যেকোনো সরকার সহ" ধারাটির সাথে পড়তে হবে, যার সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এই শব্দটি একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে যেকোনো সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এই ধারাটি একটি রিট বা আদেশ জারির সাথে যুক্ত নয় এবং কোন সরকারের উপর একটি রিট বা নির্দেশ জারি করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে বিচক্ষণতা প্রদানের উদ্দেশ্যে নয় এবং শুধুমাত্র এমন ক্ষেত্রে বোঝায় যেখানে কর্তৃপক্ষ যার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালত আদালতের রিট জারি করার এখতিয়ার আছে, সরকার বা তার অধীনস্থ হলে হাইকোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে রিট জারি করতে পারে।

নির্বাচন কমিশন, ভারত বনাম সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাও, [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪ এবং কে.এস. রশিদ এবং পুত্র বনাম আয়কর তদন্ত কমিশন ইত্যাদি, [১৯৫৪] এস সি আর ৭৩৮, অনুমোদিত।

মকবুলুননিসা বনাম ভারতের ইউনিয়ন, আই এল আর (১৯৫৩) ২ অল ২৮৯, বাতিল করা হয়েছে।

লয়েডস ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম লয়েডস ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়ান স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (কলকাতা শাখা), আই এল আর [১৯৫৪] ২ ক্যাল. ১, উল্লেখ করা হয়েছে।

২২৬ অধীনে কার্যধারা সংবিধানের ৩০০ অনুচ্ছেদ দ্বারা আচ্ছাদিত মামলা নয়। এই ধরনের কার্যধারা একটি বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা অসাধারণ প্রতিকারের জন্য প্রদান করে এবং এটি দ্বারা আরোপিত স্পষ্ট সীমাবদ্ধতার মুখে কর্মের কারণের ধারণাটি প্রবর্তনের কোন সুযোগ নেই যে সংশ্লিষ্ট

ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে থাকতে হবে যার উপর হাইকোর্ট এখতিয়ার প্রয়োগ করে।

গারবান্দ রায়ত বনাম পারলাকিমেদি এর জমিদার, (১৯৪৩) এল আর ৭০ আই এ ১২৯, অপ্রযোজ্য অনুষ্ঠিত।

২২৬ অনুচ্ছেদ যেমন একটি ব্যাখ্যা ফলে অসুবিধা নয়াদিল্লি থেকে অনেক দূরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের কাছে, যেখানে ভারত সরকার প্রকৃতপক্ষে অবস্থিত, এবং এটি দ্বারা গৃহীত কিছু আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ, অনুচ্ছেদটি যথাযথভাবে সংশোধন করার একটি কারণ হতে পারে তবে এর সরল ভাষাকে প্রভাবিত করতে পারে না।

এই আদালতের উচিত নয়, যখন এটি সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রদর্শিত হয় যে পূর্ববর্তী রায়, পরে দেওয়া হয়েছিল যুক্তিযুক্ত বিবেচনা এবং সম্পূর্ণ শুনানি, ভুল ছিল, এটির উপর ফিরে যান, বিশেষ করে একটি সাংবিধানিক ইস্যুতে। ১০৫

বিচারপতি প্রতি সুব্বা রাও, এর দ্বারা -আমাদের সংবিধানের প্রণেতারা সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকার ঘোষণা এবং সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ দ্বারা উচ্চ আদালতের ক্ষমতায়নের বিষয়ে তাদের সামনে যে বস্তুটি রেখেছিলেন তাদের কার্যকর করার জন্য অনেকাংশে পরাজিত হবে যদি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন ব্যক্তিকে পাঞ্জাব হাইকোর্টের সুরক্ষা চাইতে নয়াদিল্লিতে আসতে হয় যখনই কেন্দ্রীয় সরকার তার মৌলিক অধিকার লঙঘন করে।

সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে উচ্চ আদালতের ক্ষমতা সর্বাধিক প্রশস্ততা বিশিষ্ট এবং এটি কেবল রিট নয়, নির্দেশ ও আদেশও জারি করতে পারে।

অনুচ্ছেদে "যেকোন সরকার" শব্দগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করে যার কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় কোনও সাংবিধানিক অবস্থান নেই এবং সমগ্র ভারতে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং তাই, আইনে ভারত জুড়ে কার্যকরী অস্তিত্ব রয়েছে বলে গণ্য করা উচিত এবং এইভাবে প্রতিটি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থা। ফলস্বরূপ, যখন কেন্দ্রীয় সরকার হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে বসবাসকারী একজন ব্যক্তির আইনগত অধিকার এবং স্বার্থ লঙঘন করে, তখন হাইকোর্টের সেই সরকারের কাছে একটি রিট জারি করার ধারার অধীনে ক্ষমতা রয়েছে। যদি এর আদেশ সেই সরকার বা তার কোনো কর্মকর্তা অমান্য করে, যদিও শারীরিকভাবে তার অঞ্চলের বাইরে, তবে এটি আদালত অবমাননা আইন, ১৯৫২ এর অধীনে তাদের বিরুদ্ধে অবমাননার জন্য এগিয়ে যেতে পারে।

নির্বাচন কমিশন, ভারত বনাম সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাও, [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪, অপ্রযোজ্য অনুষ্ঠিত।

কে.এস. রশিদ এবং পুত্র বনাম আয়কর তদন্ত কমিশন, [১৯৫৪] এস সি আর ৭৩৮ এবং গারবান্দ রায়ত বনাম পারলাকিমেদি এর জমিদার, এল আর ৭০ আই এ ১২৯, বিবেচিত।

মকবুল-উন-নিসা বনাম ভারতের ইউনিয়ন, আই এল আর (১৯৫৩) ২ অল ২৮৯, অনুমোদিত।

সুরজমাল বনাম এম.পি., এ.আই.আর. ১৯৫৮ এম.পি. ১০৩ এবং রাধে-শ্যাম মাখনলাল বনাম ভারত ইউনিয়ন, এ আই আর ১৯৬০ বোম ৩৫৩, অপ্রযোজ্য অনুষ্ঠিত।

তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, তাই, হাইকোর্টের ক্ষমতা ছিল সংবিধানের ৩২(২ক) অনুচ্ছেদের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিট জারি করার।

বিচারপতি প্রতি দাস গুপ্ত, এর দ্বারা-কোন সরকারের অবস্থান সম্পর্কে কথা বলা সঠিক বা উপযুক্ত নয় এবং ভারত সরকারের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য কোন সন্তোষজনক পরীক্ষা নেই। যেহেতু সরকার ভারতের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে কাজ করে, তাই উপসংহারটি হতে হবে যে এটি প্রতিটি হাইকোর্টের এখতিয়ারের অধীনে থাকা অঞ্চলগুলির মধ্যে। ২২৬ অনুচ্ছেদে "যে কোনো সরকার" শব্দ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে হাইকোর্ট সেই সরকারের বিরুদ্ধেও ত্রাণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল।

যদিও ভারত সরকার প্রতিটি হাইকোর্টের অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে, তবে এটিকে আবেদনের মুখোমুখি হতে হবে না ভারতের সমস্ত হাইকোর্টে একই আদেশের বিরুদ্ধে স্বস্তির জন্য সেই অনুচ্ছেদে "যথাযথ ক্ষেত্রে" শব্দগুলি, সঠিকভাবে বোঝানো হয়েছে, ইঙ্গিত করে যে শুধুমাত্র একটি হাইকোর্ট থাকতে পারে যেটি অনুচ্ছেদের অধীনে প্রতিটি কাজ বা বাদ দেওয়ার জন্য এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে যার বিষয়ে ত্রাণ দাবি করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই স্থান নির্ণয় করা সম্ভব যেখানে আইন বা বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং সেই স্থানের উপর এখতিয়ার প্রয়োগকারী হাইকোর্ট একাই এই ধারার অধীনে ত্রাণ প্রদানের এখতিয়ার থাকতে পারে।

২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বলা ঠিক নয় কর্মের কারণ এখতিয়ার নির্ধারণ করে। সেই অনুচ্ছেদ বা সংবিধানের ৩২(২ক) অনুচ্ছেদ নয় সেই নীতির উপর ভিত্তি করে।

নির্বাচন কমিশন, ভারত বনাম সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাও, [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪, অনুমোদিত।

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার: ১৯৫৫ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৩৭।

২০১১ সালের ৭৬ নং ফৌজদারি বিবিধ মামলায় জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে আপিল

বীর সেন সাহনি, আপিলকারীর পক্ষে।

সি কে দেপ্তারি, ভারতের সলিসিটর-জেনারেল, বি এল আর আয়েঙ্গার, আর এইচ দেবার এবং তি এম সেন, উত্তরদাতাদের জন্য।

সরদার বাহাদুর, হস্তক্ষেপকারীর জন্য।

১৯৬০ সালের ডিসেম্বর ৫ প্রধান বিচারপতি সিনহা, কাপুর, গজেন্দ্রগাড়কর, ওয়াঞ্চু এবং শাহ, বিচারপতিদের- রায়, বিচারপতি সিনহা. সুব্বা রাও, জে. এবং দাস গুপ্তা, জে. পৃথক রায় প্রদান করেন৷

প্রধান বিচারপতি সিনহা - জম্মু ও কাশ্মীরের হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার দ্বারা প্রদত্ত ফিটনেসের একটি শংসাপত্রের উপর এই আপিলটি সংবিধানের ৩২(২ক) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদনে ৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৪ তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিত প্রথম উত্তরদাতা হিসাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সচিব, নয়া দিল্লির মাধ্যমে এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মুখ্য সচিব, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মাধ্যমে, দ্বিতীয় উত্তরদাতা হিসাবে ভারতের ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি রিট, নির্দেশ বা আদেশ জারি করে।

পিটিশনটি নিম্নলিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এই রায়ের সময় আবেদনকারীকে আপীলকারী হিসাবে উল্লেখ করা হবে। তার বয়স ছিল ৪৫ বছর

১২ই আগস্ট, ১৯৫৪ তারিখে ২৬২ দিন। তিনি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল খাজুর বাহিনীতে একটি নিয়মিত কমিশন অধিষ্ঠিত ছিলেন, যা ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ থেকে কার্যকরীভাবে ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাথে একীভূত হয়েছিল। আপীলকারী লে একত্রিত বাহিনীতে কর্নেল তার ৫৩ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত চাকরি চালিয়ে যাওয়ার অধিকার ছিল, যে ঘটনাটি ২০ই নভেম্বর, ১৯৬১ তারিখে ঘটবে। ভারত সরকার ৩১শে জুলাই, ১৯৫৪ তারিখে একটি চিঠি জারি করে আপিলকারীকে অবসর গ্রহণ করে ১২ই আগস্ট, ১৯৫৪ থেকে কার্যকর পরিষেবা৷ ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তটি আপিলকারীর পক্ষ থেকে অদক্ষতা, শৃঙ্খলাহীনতা বা অন্য কোনও অনিয়মের অভিযোগ বা অভিযোগের ভিত্তিতে নয়৷ আপীলকারীকে অকালে অবসর নেওয়ার ভারত সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি বেআইনি, অযৌক্তিক এবং বৈষম্যমূলক এবং সংবিধানের ১৬(১) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হিসাবে প্রণীত হয়েছে।

পূর্বোক্ত কয়েকটি প্রাথমিক ভিত্তিতে বিবাদীদের পক্ষে পিটিশনটির বিরোধিতা করা হয়েছিল যার মধ্যে শুধুমাত্র প্রথমটি উল্লেখ করা প্রয়োজন, যথা, যে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রিট চাওয়া হয়েছে, অর্থাৎ উত্তরদাতা নং ১, হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের এখতিয়ারের আঞ্চলিক সীমার বাইরে, এটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না। এই প্রাথমিক আপত্তিটি জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ (জাঙ্কি নাথ ওয়াজির, বিচারপতি এবং এম.এ. শাহমিরি, বিচারপতি) দ্বারা শুনানি করা হয়েছিল৷ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ তারিখের রায় দ্বারা, হাইকোর্ট প্রাথমিক আপত্তিকে বহাল রাখে৷ হাইকোর্ট, নির্বাচন কমিশন, ভারত বনাম সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাও (১) এবং কে.এস. রশিদ এবং পুত্র বনাম আয়কর তদন্ত কমিশন ইত্যাদি (২) এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বলেছিল যে এটির কোন এখতিয়ার নেই প্রথম উত্তরদাতার বিরুদ্ধে একটি রিট জারি করার জন্য এবং তাই, পিটিশনটি খারিজ করে দেয়, কিন্তু হাইকোর্ট সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র মঞ্জুর করে; তাই এই আবেদন।

(১) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪।

(২) [১৯৫৪] এস সি আর ৭৩৮।

পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে প্রথম শুনানি হয় বিষয়টি। শুনানির সময় এটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আপিলকারী শুধুমাত্র পার্থক্য করতে চাননি এই আদালতের পূর্বোক্ত দুটি সিদ্ধান্ত, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। অত:পর এই বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল এই আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের যথার্থতা যাচাই করার জন্য যার শক্তির ভিত্তিতে হাইকোর্ট আপীলকারীর আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল।

আপিলকারীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, প্রথম দৃষ্টান্তে, এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি এই কারণে আলাদা করা যায় যে তারা তা করেনি, পরিপ্রেক্ষিতে, প্রশ্নটি বিবেচনা করুন যে ভারত সরকার ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত ছিল কিনা বা সংবিধানের ৩২(২ক) অনুচ্ছেদের অধীনে জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের যে বিধানগুলি, একটি সত্যিকারের নির্মাণে, আপীলকারীর পথে দাঁড়াবে না, কারণ ভারত সরকারের কোন অবস্থান নেই এবং এর কর্তৃত্ব সমগ্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে; উচ্চ আদালতের এখতিয়ারের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে কর্মের কারণ উদ্ভূত হয়েছে কিনা তা সঠিক পরীক্ষা; যে হাইকোর্টের ভুল ছিল যে "কর্তৃপক্ষ" শব্দটি একটি সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আপীলকারীর পক্ষে এই বিতর্কের উত্তরে, বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল দাবি করেছিলেন যে, সংবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির যথাযথ নির্মাণের উপর, এটি স্পষ্ট যে প্রধান বিচারপতি শাস্ত্রী নির্বাচন কমিশন,

ভারত বনাম সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাও (') এর ক্ষেত্রে "কর্তৃপক্ষ" সম্পর্কিত জে.-এর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র সরকার সহ সরকারের কাছে সমান শক্তি প্রয়োগ করেছে। ভারত সরকার তার আধিকারিকদের মাধ্যমে কাজ করে এবং সেইজন্য, যে অবস্থানের কথা ভাবা হয় তার অর্থ হল সেই স্থান যেখানে অপ্রচলিত আদেশগুলি সাধারণত পাস করা হয়। মামলার জন্য পদক্ষেপের কারণ উল্লেখ সহ একটি মামলার বিবেচ্য বিষয়গুলি একটি রিটের ক্ষেত্রে একই ভিত্তিতে দাঁড়ায় না, কারণ রিটটি সংশ্লিষ্ট সরকারের নির্দিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছাতে হয়। "যথাযথ ক্ষেত্রে" অভিব্যক্তিটির অর্থ হল এমন কিছু মামলা হতে পারে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার হাইকোর্টের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত না হলেও উচ্চ আদালতের দ্বারা তার বিরুদ্ধে একটি রিট জারি করা যেতে পারে আদালত কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের একজন কর্মকর্তা এই সীমার মধ্যে কাজ করছেন এবং এটি তার আদেশ যা বিতর্কের বিষয়বস্তু। তাই, প্রতিটি ক্ষেত্রেই হাইকোর্ট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে রিট করতে পারে এমন নয়। ম্যান্ডামাসের একটি রিট, উদাহরণস্বরূপ, একটি বিশেষ নামধারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয়। একইভাবে, একটি নির্দিষ্ট রেকর্ডের বিরুদ্ধে সার্টিওরির একটি রিট নির্দেশিত হয়। অতএব, হাইকোর্টের এখতিয়ারের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে কাউকে রিটটি জারি করতে হবে।

(১) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪।

এই ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রশ্নটি নির্ধারণ করতে হবে তা সুদূরপ্রসারী গুরুত্বের এবং এটি প্রথম ধারণার বিষয় নয়। প্রশ্নটি প্রথম এই আদালতে ১৯৫২ সালে উত্থাপিত হয়েছিল এবং নির্বাচন কমিশন, ভারত বনাম সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাও (১) এর ক্ষেত্রে একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বিবাদীর কথিত অযোগ্যতার তদন্তে নির্বাচন কমিশনকে বাধা দেওয়ার জন্য মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করা হয়েছিল। মাদ্রাজের হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারের একক বিচারক নির্বাচন কমিশনকে নিষেধাজ্ঞার একটি রিট জারি করেছেন, ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা গঠিত একটি বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ, যার কার্যালয় স্থায়ীভাবে নয়াদিল্লিতে অবস্থিত, যখন বিষয়টি বিজ্ঞ একক বিচারক শুনানি করেন। হাইকোর্টের। হাইকোর্টে নির্বাচন কমিশন তার বিরুদ্ধে কোনো রিট জারি করার জন্য আদালতের এখতিয়ারে বাধা দেয় যে কমিশন হাইকোর্ট যে অঞ্চলটি প্রয়োগ করেছে সেই অঞ্চলের মধ্যে ছিল না এখতিয়ার, অন্যান্য আপত্তি ছাড়াও। হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারক প্রাথমিক আপত্তি বাতিল করে মামলাটি যোগ্যতার ভিত্তিতে রায় দেন এবং কমিশনকে তদন্তে অগ্রসর হতে নিষেধ করে একটি রিট জারি করেন। বিজ্ঞ বিচারক ১৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে সার্টিফিকেট প্রদান করেন যে মামলাটি সংবিধানের ব্যাখ্যা হিসাবে আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন জড়িত ছিল। তদনুসারে নির্বাচন কমিশন এই আদালতে আপিল করে এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের এখতিয়ারকে চ্যালেঞ্জ করে যে রিটটি করার কথা বলা হয়েছিল। এই আদালত বিবাদীর পক্ষে বিরোধ বাতিল করেছে যা ছিল

(১) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪।

পারলাকিমেডি মামলায় (') প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে যে হাইকোর্টের একটি রিট জারি করার এখতিয়ার একটি আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের সীমার বাইরের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ডিক্রি বা আদেশ প্রদানের এখতিয়ারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যদি এই সীমার মধ্যে কর্মের কারণ উদ্ভূত হয়। এই আদালত এই কথায় সেই বিরোধ বাতিল করেছে:-

"কার্যের কারণ মামলার এখতিয়ারকে আকর্ষণ করে এমন নিয়মটি বিধিবদ্ধ আইনের উপর ভিত্তি করে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে জারিযোগ্য রিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না হাইকোর্টের এখতিয়ার প্রয়োগ করা অঞ্চলগুলির মধ্যে'।

সংবিধান বেঞ্চ সেই মামলায় ভাষা বিবেচনা করে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ "যুক্তিসঙ্গতভাবে সরল" ছিল এবং সেই অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগটি দ্বিগুণ সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে ছিল, যথা, (১) যে ক্ষমতার প্রয়োগ করা হবে "যেসব অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত এখতিয়ার প্রয়োগ করে" এবং (২) যে ব্যক্তি বা কর্তৃত্ব যাকে হাইকোর্ট রিট জারি করার ক্ষমতা দেয় তাকে অবশ্যই "সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে" হতে হবে। অন্য কথায়, আদালতের রিট তার এখতিয়ারের অধীন অঞ্চলগুলির বাইরে চলতে পারে না। এবং যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ রিট দ্বারা প্রভাবিত হয় আদালতের এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত হতে হবে, হয় সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে বসবাস বা অবস্থান দ্বারা।

এই আদালতের দ্বিতীয় মামলা, যা এই প্রশ্নটি নিয়ে কাজ করেছে তা হল কে.এস. রশিদ এবং পুত্র বনাম আয়কর তদন্ত কমিশন (২)। এটি ছিল ১০ আগস্ট, ১৯৫০ তারিখের বিচারিক আদালত, পাঞ্জাবের হাইকোর্ট, সিমলায়, বিভিন্ন বিবিধ বিষয়ে আপিলের একটি মামলা, যেখানে হাইকোর্টকে সংবিধানের ২২৬ এবং ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানান্তর করা হয়েছিল ধারা বাতিলের জন্য আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আয়কর (তদন্ত কমিশন) আইন (১৯৪৭ সালের XXX) এর অধীনে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে শুরু হয়। হাইকোর্টে প্রার্থনা করা হয়েছিল যে আয়করের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার একটি রিট জারি হতে পারে

(১) (১৯৪৩) এল.আর. ৭০ আই এ ১২৯। (২) [১৯৫৪] এস সি আর ৭৩৮।

তদন্ত কমিশন আইনের বিধানের অধীনে উল্লেখিত মামলাগুলির তদন্তের সাথে অগ্রসর না হওয়ার নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টে রিট পিটিশনগুলি কমিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কারণে বিরোধিতা করা হয়েছিল, যার মধ্যে একটি হল যে পুন-ইন্ডিয়া এবং আরেকটি জ্যাব হাইকোর্টের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রার্থনা করা রিট জারি করার কোনো এখতিয়ার নেই, শুধুমাত্র কারণ কমিশন দিল্লিতে অবস্থিত ছিল। পারলাকিমেডি মামলায় প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমিশনের তরফে রিলায়েন্সকে রাখা হয়েছিল (১) যে বিষয়টির সারমর্ম ছিল যে মূল্যায়নকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল তারা ইউ.পি. এবং রেফারেন্স সহ সমস্ত মূল্যায়নের কার্যক্রমের অন্তর্গত। হাইকোর্টে, উত্তরপ্রদেশে মিথ্যা হবে। হাইকোর্ট এই বিরোধকে কার্যকর করে এবং প্রাথমিকভাবে কমিশনের কাছে রিট করার এখতিয়ার হাইকোর্টের নেই বলে আবেদনটি খারিজ করে দেয়। মূল্যায়নকারীরা এই আদালতে আপিল করে, এবং এই আদালত নির্বাচন কমিশন, ভারত বনাম সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাও (*) এর মামলায় তার পূর্ববর্তী রায়ে এটির দেওয়া কারণগুলিকে যথেষ্টভাবে গ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য, পাঞ্জাবের হাইকোর্ট যখন এই মামলার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন উপরে উল্লেখিত এই আদালতের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি। তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, এই আদালতটি ধরেছিল যে পাঞ্জাব হাইকোর্ট এই ধারণে ভুল ছিল যে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বিষয়টি মোকাবেলা করার কোনও এখতিয়ার নেই। এই মামলার বিষয়বস্তু নয়, অন্য কারণে এই আদালত এই আপিলটি খারিজ করে দিয়েছে।

আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবি করেছেন যে উপরে উল্লিখিত এই আদালতের দুটি সিদ্ধান্ত বর্তমান মামলার সত্যতা থেকে পৃথক করা যায়, যেহেতু সেসব ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এবং আয়কর তদন্ত কমিশন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ছিল, যাদের তাদের অবস্থান ছিল দিল্লিতে, এবং সেইজন্য, এই আদালত বলেছিল যে পাঞ্জাব হাইকোর্ট হল হাইকোর্ট যার এখতিয়ারের মধ্যে এই সংস্থাগুলি কাজ করত এবং তাদের অবস্থান ছিল এবং তাই, তার এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত। তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে কাজ করে এবং পারে

(১) (১৯৪৩) এল.আর. ৭০ আই এ ১২৯। (২) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪।

শুধুমাত্র দিল্লিতে অবস্থিত বলা যাবে না কারণ আপাতত রাজধানী দিল্লিতে ছিল। এই বিষয়ে, মকবুলুননিসা বনাম ভারতের ইউনিয়ন (১) এলাহাবাদ হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর দৃঢ় নির্ভর করা হয়েছিল। সেই মামলা আপীলকারীর পক্ষে এই বিবাদে প্রচুর সমর্থন দেয়। ওই মামলায় হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়, সংবিধানের ২২৬(১) এ'কোনো সরকার' শব্দ রয়েছে। স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছে যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনটি গ্রহণ করার এখতিয়ার রয়েছে, শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বিরুদ্ধে নয়, মান্ডামাসের প্রকৃতিতে একটি রিট ইস্যু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেও, আবেদনকারীকে ভারত ত্যাগ করার জন্য আদেশ কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেয়। সিদ্ধান্তের অনুপাত ছিল যে, যদিও ভারত সরকারের রাজধানী দিল্লিতে, তার কার্যনির্বাহী ক্ষমতা সমগ্র ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত এবং এখতিয়ার নির্ধারণের আসল পরীক্ষা হবে আবেদনকারীদের বাসস্থান এবং এর প্রভাব তাদের উপর বাতিল আদেশ. যা ধরে রাখার পর হাইকোর্টের এখতিয়ার ছিল পিটিশনটি গ্রহণ করে, আদালত এই মামলার উপাদান নয়, অন্যান্য ভিত্তিতে এটি খারিজ করে দেয়। দ্য লয়েডস ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম লয়েডস ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়ান স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (কলকাতা শাখা) (২) মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৫১ তারিখে কলকাতা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে আলাদা করেছে যা তখন পর্যন্ত রিপোর্ট করা হয়নি। সেই ক্ষেত্রে, বিচারপতি হ্যারিস, আদালতের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে, আর্ট যদিও তা ধরেছিলেন। সংবিধানের ২২৬ ইংরেজী অনুশীলনের বাইরে চলে গেছে এই বিধান করে যে বিশেষাধিকারমূলক রিট প্রকৃতির রিটগুলি এমনকি একটি সরকারের বিরুদ্ধেও জারি করতে পারে, সেই সরকারকে অবশ্যই আদালতের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত হতে হবে যা সেই অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সরানো হয়েছিল। তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ভারত সরকারকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত বলা যায় না এবং তাই, ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট করে। সেই সরকারের বিরুদ্ধে জারি করতে পারেনি কলকাতা হাইকোর্ট। যে

(১) আই এল আর (১৯৫৩) ২ সব। ২৮৯।

(২) আই এল আর [১৯৫৪] ২ ক্যাল. ১।

কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই ভিত্তিতে আলাদা করেছে যে "কেন্দ্র সরকারের আদেশের প্রভাব আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে কার্যকর ছিল না"। এটি যোগ করা যেতে পারে যে এই সিদ্ধান্তটি ১৯৫২ সালের দেওয়ানী আপীল নং ৪২-এ এই আদালতে আপীলে এসেছিল কিন্তু অন্যান্য কারণে ২০ই এপ্রিল, ১৯৫২ তারিখের রায়ের মাধ্যমে এই আদালত এই আপিলটি খারিজ করে দেয়। এটি লক্ষ্য করা হবে যে যখন এলাহাবাদের সিদ্ধান্ত, আপিলকারীর দ্বারা এতটা দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা হয়েছিল, তখন এই আদালতের উপরে উল্লেখিত দুটি সিদ্ধান্ত সেখানে ছিল না। এলাহাবাদ হাইকোর্ট হয়তো সেই রায় দিত না যদি এই আদালতের দুটি সিদ্ধান্ত তখন বিদ্যমান থাকত।

সুতরাং, দুটি প্রধান প্রশ্ন যা উত্থাপিত হয়, তা হল: (i) ভারত সরকারকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি অবস্থান বলা যেতে পারে, যেমন, নয়াদিল্লি, তা নির্বিশেষে যে সমস্ত জায়গার উপর তার কর্তৃত্ব বিস্তৃত। রাজ্য এবং এর কর্মকর্তারা ভারত জুড়ে কাজ করে এবং (ii) ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগের ভিত্তি হিসাবে কর্মের কারণ ধারণাটি প্রবর্তনের কোন সুযোগ আছে কিনা। যাইহোক, আমরা এই দুটি প্রধান প্রশ্নের সাথে মোকাবিলা করার আগে, আমরা দুটি সহায়ক বিষয়ের বিষয়ে স্থল পরিষ্কার করতে চাই যা আপিলকারীর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রথম যুক্তি হল যে "কর্তৃপক্ষ" শব্দটি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ২২৬ সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না এবং অন্তর্ভুক্ত করে না। আমরা এই যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত না। "কর্তৃপক্ষ" শব্দটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই অবিলম্বে এটি অনুসরণ করার ধারাটির প্রতি বিবেচনা থাকতে হবে। অনুচ্ছেদ ২২৬ এই অঞ্চলগুলির মধ্যে "যথাযথ ক্ষেত্রে যে কোনও সরকার সহ যে কোনও ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যা" প্রদান করে। এটা স্পষ্ট যে "যথাযথ ক্ষেত্রে যেকোনো সরকার সহ" ধারাটি পূর্ববর্তী "কর্তৃপক্ষ" শব্দের সাথে যায় এবং একটি সরল এবং যুক্তিসঙ্গত নির্মাণে এর অর্থ হল প্রেক্ষাপটে "কর্তৃপক্ষ" শব্দটি একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে যেকোনো সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। যে পরামর্শ যে উল্লিখিত ধারাটি কোনো সরকারের বিরুদ্ধে একটি রিট বা নির্দেশনা জারি করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টগুলিকে বিচক্ষণতা প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তা আমাদের কাছে স্পষ্টতই সমর্থনযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।

এই ধারাটিকে একটি রিট বা আদেশ জারি করার সাথে সংযুক্ত করার জন্য এবং সুপারিশ করার জন্য যে সরকারের বিরুদ্ধে মামলাগুলি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে মামলাটি আদেশ জারি করার জন্য উপযুক্ত কিনা তা স্পষ্টতই ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা ন্যায়সঙ্গত নয়। আমাদের এটা ধরে রাখতে কোন দ্বিধা নেই যে উল্লিখিত ধারাটি "কর্তৃপক্ষ" শব্দের সাথে যায় এবং এর প্রভাব হল যে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট বা যথাযথ আদেশ জারি করার এখতিয়ার প্রদান করা হয় কিছু ক্ষেত্রে সরকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত মামলা বলতে বোঝায় যে ক্ষেত্রে সরকার বা তাদের অধীনস্থদের দ্বারা প্রদত্ত আদেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং ধারাটির অর্থ হল যেখানে এই ধরনের আদেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা হয় হাইকোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটি রিট জারি করতে পারে। অবস্থান, অতএব, ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে বা কোনো সরকারকে প্রদত্ত ক্ষেত্রে জারি করার ক্ষমতা হাইকোর্টকে দেওয়া হয়, পার্ট ।।। দ্বারা প্রদত্ত যে কোনো অধিকার প্রয়োগ করার জন্য এবং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা রিট বা আদেশ। এইভাবে আমাদের সামনে উত্থাপিত দুটি সাবসিডিয়ারি পয়েন্টের সাথে মোকাবিলা করার পরে, আমরা এখন বর্তমান আপীলে আমাদের সিদ্ধান্তের জন্য উদ্ভূত দুটি প্রধান বিরোধ বিবেচনা করতে যেতে পারি।

এটি আমাদের প্রথম প্রশ্নে নিয়ে আসে, যথা, ভারত সরকারকে এক জায়গায়, অর্থাৎ নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বলা যায় কিনা। এই সংযোগে প্রধান যুক্তি হল যে ভারত সরকার সর্বব্যাপী এবং সমগ্র ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে কাজ করছে এবং তাই প্রতিটি হাইকোর্টের বিরুদ্ধে একটি রিট জারি করার ক্ষমতা রয়েছে, কারণ এটিকে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া উচিত। সমস্ত রাজ্য হাইকোর্টের। আমাদের মতে এই যুক্তি একটি সরকারের অবস্থানের ধারণাকে এর কার্যকারিতার ধারণার সাথে বিভ্রান্ত করে। একটি সরকার একটি রাজ্য বা সমগ্র ভারত জুড়ে কাজ করতে পারে; তবে এটি অবশ্যই সমগ্র রাজ্য বা সমগ্র ভারতে অবস্থিত নয়। এটা সত্য যে সংবিধানে ভারত সরকারের আসন নয়াদিল্লিতে থাকবে এমন কোনো বিধান নেই। যাইহোক, এর মানে এই নয় যে ভারত সরকারের কোন আসন নেই যেখানে এটি অবস্থিত। এটা সাধারণ জ্ঞান যে আসন

ভারত সরকার নতুন দিল্লিতে এবং সরকার যেমন নতুন দিল্লিতে অবস্থিত। সংবিধানে কোনো বিধানের অনুপস্থিতি এই বাস্তবতায় কোনো পার্থক্য করতে পারে না। আমরা কি দেখতে হবে, তাই, ২২৬ অনুচ্ছেদ শব্দ কিনা মানে যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে রিট জারি করা হবে তাকে হাইকোর্টের রিট জারি করা অঞ্চলের বাসিন্দা বা তার মধ্যে থাকতে হবে? ২২৬ অনুচ্ছেদ এর প্রাসঙ্গিক শব্দ হল-

"প্রতিটি হাইকোর্টের ক্ষমতা থাকবে...যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে জারি করার...সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে..."। যতদূর একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি চিন্তিত, এতে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করলেই কেবল সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে থাকতে পারেন। যতদূর পর্যন্ত একটি কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে যদি তার কার্যালয় সেখানে অবস্থিত হয় তবে এটি অবশ্যই অঞ্চলের মধ্যেই হবে। কিন্তু এই শব্দগুলো কি কোনো কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে বোঝায় যে যদিও এর কার্যালয় ওইসব অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত নাও থাকে তবে সেটা সেই অঞ্চলের মধ্যেই থাকবে কারণ এর আদেশ ওই অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের প্রভাবিত করতে পারে? এখন এটা স্পষ্ট যে ২২৬ অনুচ্ছেদ দ্বারা উচ্চ আদালতকে অধিদপ্তর দেওয়া হয়েছে সুরাহার জন্য আবেদনকারী ব্যক্তির বাসস্থান বা অবস্থানের উপর নির্ভর করে না; এটি শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে যার বিরুদ্ধে এই অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি রিট চাওয়া হয়েছে৷ তাই আমাদের কাছে মনে হয় ২২৬ অনুচ্ছেদে পড়া উচ্চ আদালতের এখতিয়ার নির্ধারণের জন্য পাস করা আদেশ দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তির বাসস্থান বা অবস্থান। সেই এখতিয়ার নির্ভর করে সেই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের উপর যে আদেশটি সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে এবং প্রভাবিত ব্যক্তির বাসস্থান বা অবস্থান হাইকোর্টের এখতিয়ারের প্রশ্নে কোন প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে না। এইভাবে যদি বোম্বেতে বসবাসকারী বা অবস্থানরত একজন ব্যক্তি, উদাহরণস্বরূপ, অবস্থিত একটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হন, বলুন, কলকাতায়, তাকে যে ফোরামে ত্রাণ চাইতে হবে সেটি বোম্বে হাইকোর্ট নয় যদিও আদেশটি তাকে প্রভাবিত করতে পারে। বোম্বেতে কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট যেখানে আদেশ পাশকারী কর্তৃপক্ষ অবস্থিত। সুতরাং, আমাদের মতে, ২২৬ অনুচ্ছেদে প্রবর্তন করা ভুল হবে সেই জায়গার ধারণা যেখানে আদেশ দেয়

হাইকোর্টের এখতিয়ার নির্ধারণের জন্য পাস করা কার্যকর হয় যা অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে ত্রাণ দিতে পারে। এই ধরনের ধারণার প্রবর্তন বিভ্রান্তি এবং এখতিয়ারের দ্বন্দ্বের জন্ম দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, কলকাতার একটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশের ক্ষেত্রে, যা বোম্বে, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, জবলপুর, যোধপুর এবং চণ্ডীগড়ে বসবাসকারী ছয় ভাইকে প্রভাবিত করে। কলকাতায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাস করা আদেশটি এইভাবে ছয়টি রাজ্যের ব্যক্তিদের প্রভাবিত করেছে। বলা যেতে পারে যে ২২৬ অনুচ্ছেদ মনে করে যে ছয়টি হাইকোর্টের অধীনে রিলিফ দেওয়ার এখতিয়ার আছে? উত্তর অবশ্যই 'না' হতে হবে, যদি কেউ বিভ্রান্তি এবং এখতিয়ারের দ্বন্দ্ব এড়াতে চান। আমরা ২২৬ অনুচ্ছেদ প্রাসঙ্গিক শব্দ পড়া হিসাবে (উপরে উদ্ধৃত) এতে কোন সন্দেহ নেই যে হাইকোর্টের এই ধারা দ্বারা প্রদত্ত এখতিয়ারটি আদেশ প্রদানকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অবস্থান বা বাসস্থানের সাথে সম্পর্কিত এবং স্থানটির ধারণাটি প্রবর্তনের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। যেখানে কোন হাইকোর্ট এর অধীনে ত্রাণ দিতে পারে তা নির্ধারণ করার জন্য আদেশ কার্যকর হবে। এটি সত্য যে এই আদালত ব্যবহৃত শব্দগুলির এমন অর্থ দেবে সংবিধানে এটি সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সহায়তা করবে। আমরা যদি ২২৬ অনুচ্ছেদে পরিচয় করিয়ে দিতাম জায়গার ধারণা যেখানে অর্ডারটি কার্যকর হবে আমরা সেই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হব না যার জন্য অনুচ্ছেদ ২২৬ আইন করা হয়েছে। অন্যদিকে, আমরা বিভিন্ন হাইকোর্টের মধ্যে এখতিয়ারের দ্বন্দ্ব তৈরি করব, যেমনটি উপরে দেওয়া চিত্রের দ্বারা ইতিমধ্যে দেখানো হয়েছে। অতএব, যেই হোক না কেন একটি আদেশের প্রভাব উচ্চ আদালতের এখতিয়ার নির্ধারণে কোন প্রাসঙ্গিক হতে পারে না যা ২২৬ অনুচ্ছেদ এর অধীনে ব্যবস্থা নিতে পারে। এখন, একটি সরকারের কার্যকারিতা তার দ্বারা প্রদত্ত আদেশকে কার্যকর করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ২২৬ অনুচ্ছেদে প্রবর্তন করা ঠিক হবে না শব্দের অর্থ নির্ধারণ করার সময় সরকারের কার্যকারিতার ধারণা "কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ সেই অঞ্চলগুলি

অনুচ্ছেদ ২২৬ এ। অতএব, এই উপসংহার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না যে ২২৬ অনুচ্ছেদ এই শব্দগুলি যেখানে সরকার কাজ করতে পারে এমন স্থানকে বোঝায় না, তবে শুধুমাত্র সেই স্থানকে বোঝায় যেখানে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ হয় বাসিন্দা বা অবস্থিত। তাই যতদূর একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি উদ্বিগ্ন, তিনি যদি সেখানে স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন তবে তিনি সেই অঞ্চলগুলির মধ্যেই থাকেন। যতদূর কোনও কর্তৃপক্ষ (সরকার ব্যতীত) উদ্বিগ্ন, যদি তার কার্যালয় সেখানে থাকে তবে এটি অঞ্চলগুলির মধ্যেই থাকে। যতদূর পর্যন্ত একটি সরকার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির মধ্যেই থাকে যদি তার আসনটি সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে থাকে।

বিভিন্ন দেশের সংবিধানে কখনও কখনও সরকারের আসনের কথা উল্লেখ করা হয় কিন্তু অনেক সময় আসনটি তেমন উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু সংবিধানে সরকারের আসনের উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক, নিঃসন্দেহে এমন একটি আসন আছে যেখান থেকে সরকার এই ধরনের কাজ করে। কি অনুচ্ছেদ ২২৬-এর প্রয়োজন একটি বাস্তবতা হিসাবে বাসস্থান বা অবস্থান এবং তাই যদি এমন একটি আসন থাকে যেখান থেকে সরকার একটি সত্য হিসাবে কাজ করে যদিও সেই আসনটি সংবিধানে উল্লেখ করা হয়নি, হাইকোর্ট যার অঞ্চলগুলির মধ্যে সেই আসনটি অবস্থিত সেই হাইকোর্ট হবে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার এ পর্যন্ত সরকারের আদেশ যেমন সংশ্লিষ্ট। অতএব, নির্বাচন কমিশন, ভারত বনাম সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাও (') এবং কে.এস. রশিদ এবং পুত্র বনাম আয়কর তদন্ত কমিশন (৩) যে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট ইত্যাদি জারি করার জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতার দ্বিগুণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যথা, (i) ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে 'যেসব অঞ্চলের সাথে এটি এখতিয়ার প্রয়োগ করে', অর্থাৎ, আদালত কর্তৃক জারি করা রিটগুলি তার এখতিয়ার সাপেক্ষে অঞ্চলগুলির বাইরে চলতে পারে না, এবং (ii)) হাইকোর্ট যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের রিট জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাকে অবশ্যই "সেই অঞ্চলের মধ্যে" হতে হবে যা স্পষ্টভাবে বোঝায় যে তারা অবশ্যই সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে বাসস্থান বা অবস্থান দ্বারা তার এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত হতে হবে, সঠিক।

এটি আমাদের দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিয়ে আসে, যথা, কিনা

(১) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪। (২) [১৯৫৪] এস সি আর ৭৩৮।

২২৬ অনুচ্ছেদে কর্মের কারণ ধারণাটি প্রবর্তন করা সম্ভব যাতে হাইকোর্ট যার এখতিয়ারে কর্মের কারণ উদ্ভূত হয়েছিল সেই আদেশটি তার অধীনে একটি আদেশ প্রদানের জন্য উপযুক্ত হবে। এই বিষয়ে নির্ভর করা হয়েছে প্রিভি কাউন্সিলের রায়টস অফ গারাবন্ধো বনাম পার্লাকিমেডির জমিদার (1) এর রায়ের উপর। সেই ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিল বলেছিল যে যদিও মাদ্রাজে অবস্থিত রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অপ্রীতিকর আদেশটি পাস করা হয়েছিল, হাইকোর্টের সেই আদেশ বাতিল করে একটি রিট জারি করার কোন এখতিয়ার থাকবে না, কারণ রিট জারি করার কোন এখতিয়ার নেই। কিছু ক্ষেত্রে ছাড়া মাদ্রাজ শহরের সীমার বাইরে, এবং সেই বিশেষ ব্যাপারটি ব্যতিক্রমের মধ্যে ছিল না। প্রিভি কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তটি দৃশ্যত সেই জায়গার একটি উপাদানের পরিচয় দেয় যেখানে হাইকোর্টের এখতিয়ার বিবেচনা করে একটি রিট জারি করার জন্য পদক্ষেপের কারণ উদ্ভূত হয়েছিল। যদিও সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল সুপ্রিম কোর্টের উত্তরসূরি হিসেবে তিনটি প্রেসিডেন্সি হাইকোর্টের রিট ইস্যু করার অদ্ভুত ইতিহাস, যদিও ৮ নং প্রকরনএর আক্ষরিক নির্মাণের উপর ১৮০০ সালের সনদের মাদ্রাজের সুপ্রিম কোর্টকে এখতিয়ার প্রদান করে, এতে সামান্য সন্দেহ থাকতে পারে যে সুপ্রীম কোর্টের সেই অঞ্চলগুলির জন্য ইংল্যান্ডের রাজার বেঞ্চ বিভাগের বিচারপতিদের মতো একই এখতিয়ার থাকবে যা তখন বা তার পরে হতে পারে। মাদ্রাজ সরকারের অধীন বা নির্ভরশীল। তাই সে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ওপর বেশি চাপ দেওয়া ঠিক হবে না। কর্মের কারণ ধারণাটি ২২৬ অনুচ্ছেদে প্রবর্তন করা যেতে পারে কিনা প্রশ্ন সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাও-এর ক্ষেত্রেও বিবেচিত হয়েছিল (২) এবং এই শব্দগুলিতে প্রত্যাহার করা হয়েছিল: -

"কার্যের কারণ মামলায় এখতিয়ারকে আকৃষ্ট করে এমন নিয়মটি বিধিবদ্ধ আইনের উপর ভিত্তি করে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে জারিযোগ্য রিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না হাইকোর্ট যে এখতিয়ার প্রয়োগ করে সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে।"

অনুচ্ছেদ ২২৬ যেমনটি দাঁড়িয়েছে তা কোথাও উল্লেখ করে না

(১) (১৯৪৩) এল.আর. ৭০ আই এ ১২৯। (২) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪।

কর্মের কারণ এবং উচ্চ আদালতের এখতিয়ারের উপর নির্ভর করে যেখানে কর্মের কারণ তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে তার উপর নির্ভর করে। ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কার্যধারা স্যুট নয়; তারা একটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে অসাধারণ প্রতিকার প্রদান করে এবং ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষের উপর হাইকোর্টকে সংশোধনের ক্ষমতা দেয় এবং এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি তাদের জন্য নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যবহার করতে হয়। এই দুটি সীমাবদ্ধতা ইতিমধ্যেই উপরে আমাদের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে একটি হল যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে থাকতে হবে যেগুলির উপর হাইকোর্টের এখতিয়ার প্রয়োগ করে। তাহলে কি এই সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করা এবং বলা সম্ভব যে হাইকোর্ট কোনও ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রিট জারি করতে পারে যদিও এটি তার অঞ্চলের মধ্যে নাও হতে পারে কেবলমাত্র সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে কর্মের কারণ উদ্ভূত হওয়ার কারণে? এটা আমাদের মনে হয় যে এটি ২২৬ অনুচ্ছেদে প্রকাশ্য বিধানের মুখোমুখি হবে এবং এতে থাকা একটি স্পষ্ট সীমাবদ্ধতা দূর করা যদি এতে কর্মের কারণের ধারণাটি চালু করা হয়। কিংবা আমরা মনে করি না যে এটা বলা ঠিক হবে কারণ ৩০০ অনুচ্ছেদ বিশেষভাবে ভারত সরকারের দ্বারা এবং বিরুদ্ধে মামলার জন্য, ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কার্যধারা প্রদান করে এছাড়াও ৩০০ অনুচ্ছেদ দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। এটা আমাদের মনে হয় যে অনুচ্ছেদ ৩০০ যা ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর ১৭৬ ধারা এর মতো একই লাইনে রয়েছে। মামলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বা মামলার ফলাফলের সাথে মোকাবিলা করে এবং সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত অসাধারণ প্রতিকারের কোন উল্লেখ নেই। কর্মের কারণ ধারণা আমাদের মতে প্রবর্তিত করা যাবে না অনুচ্ছেদ ২২৬, কারণ এটি করার মাধ্যমে আমরা এতে থাকা স্পষ্ট বিধানটি সরিয়ে ফেলব যার জন্য প্রয়োজন যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে রিট করা হবে জারি করা উচিত সেই অঞ্চলের বাসিন্দা বা অবস্থিত যেখানে হাইকোর্টের এখতিয়ার রয়েছে। এটা সত্য যে এর ফলে কিছু অসুবিধা হতে পারে। নয়াদিল্লি থেকে দূরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য যারা ভারত সরকারের কিছু আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ, এবং এটি ২২৬ অনুচ্ছেদে একটি উপযুক্ত সাংবিধানিক সংশোধন করার একটি কারণ হতে পারে। কিন্তু অসুবিধার যুক্তি, আমাদের মতে, পারে না

২২৬ অনুচ্ছেদের সরল ভাষাকে প্রভাবিত করে, বা এটিতে কর্মের কারণের স্থানের ধারণাটি চালু করা যাবে না কারণ এটিতে থাকা হাইকোর্টের ক্ষমতার দুটি সীমাবদ্ধতা দূর করবে।

২২৬ অনুচ্ছেদের ভাষাকে আমরা আন্তরিকভাবে বিবেচনা করেছি এবং এই আদালতের দুটি সিদ্ধান্ত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে. আমরা মনে করি যে স্পষ্ট এবং বাধ্যতামূলক কারণ না থাকলে, যা অস্বীকার করা যায় না, এই দুটি ক্ষেত্রে প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং প্রকৃতপক্ষে এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়ে প্রদত্ত যে কোনও ব্যাখ্যা থেকে আমাদের সরে যাওয়া উচিত নয়, যদি না ন্যায্য পরিমাণ না থাকে। সর্বসম্মতিক্রমে যে পূর্বের সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টতই ভুল। এই আদালতের উচিত নয়, যখন এটি সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রদর্শিত হয় যে তার পূর্ববর্তী রায়, যথাযথ আলোচনা এবং পূর্ণ শুনানির পরে দেওয়া ভুল ছিল, বিশেষ করে একটি সাংবিধানিক ইস্যুতে তার আগের রায়ে ফিরে যাওয়া উচিত নয়। এই ক্ষেত্রে, বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের পুনর্বিবেচনা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নিশ্চিত করেছে যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অবস্থান ব্যতীত সেই স্থানের ধারণার প্রবর্তনের কোন স্থান নেই যেখানে অপ্রকৃত আদেশের প্রভাব রয়েছে বা সরকারের কার্যকারিতার ধারণার কোন স্থান নেই। ক্ষেত্রে, বা এমনকি সেই জায়গার ধারণার সাথে যেখানে ২২৬ অনুচ্ছেদের কর্মের কারণ উদ্ভূত হয় এবং সেই প্রবন্ধের ভাষা উপসংহারে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সরল যেখানে উপরে উল্লেখিত এই আদালতের দুটি মামলা এসেছে। ২২৬ অনুচ্ছেদের এই ব্যাখ্যার কারণে যদি কোন অসুবিধা অনুভূত হয় প্রতিকার একটি সাংবিধানিক সংশোধনী বলে মনে হচ্ছে. অনুচ্ছেদের ভাষায় যা আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে গ্রহণ করতে পারি না এবং যেটি অনুচ্ছেদের ভাষা বহন করে না, এমন ব্যাখ্যার দ্বারা অসুবিধা এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

বিষয়টির এই দৃষ্টিতে আপিল ব্যর্থ হয় এবং এতদ্বারা খরচ সহ খারিজ করা হয়।

বিচারপতি সুব্বা রাও,-আমার লর্ড প্রধান বিচারপতির দ্বারা প্রস্তুত করা রায়টি অনুধাবন করার সুবিধা পেয়েছি। আমি সম্মত হতে আমার অক্ষমতার জন্য দুঃখিত। আমি তার ভারসাম্যপূর্ণ মতামত থেকে ভিন্ন হওয়ার সাহস করতাম না কিন্তু এই সত্যের জন্য যে বিতর্কের গ্রহণযোগ্যতা

উত্তরদাতারা আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিককে তাদের দেওয়া সস্তা, দ্রুত এবং কার্যকর প্রতিকারের সুবিধা থেকে কার্যত বঞ্চিত করবে কেন্দ্রীয় সরকারের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে। যদি প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হয়, তবে উল্লিখিত বিরোধ অবশ্যই প্রাধান্য পাবে যদিও এর প্রভাব জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কিন্তু যদি অনুচ্ছেদের শব্দ দুটি বা ততোধিক ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়, একটি যা গণপরিষদের অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করবে এবং অন্যটি এটিকে পরাজিত করবে, তবে পূর্বের ব্যাখ্যাটি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে সংবিধানের বিধানগুলি "গাণিতিক সূত্র নয় যার সারমর্ম নিছক আকারে রয়েছে"। এটি একটি জৈব আইন হওয়ায়, এর বিধানগুলিকে অবশ্যই বিস্তৃতভাবে বোঝাতে হবে এবং একটি বৃত্তিমূলক উপায়ে নয়, তবে ব্যবহৃত ভাষার প্রতি সহিংসতা না করে।

মাই লর্ড প্রধান বিচারপতির রায়ে সত্যগুলো সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হয়েছে এবং সেগুলি পুনরায় বর্ণনা করা অপ্রয়োজনীয় হবে। আমি যদি উত্থাপিত আইনের পয়েন্ট প্রণয়ন করি এবং সেখানে আমার মতামত প্রকাশ করি তবে এটি যথেষ্ট হবে। প্রশ্ন হল যে আপীলকারী, যিনি ভারতের নাগরিক এবং কাশ্মীর রাজ্যে বসবাস করছেন, তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের হাইকোর্টে একটি উপযুক্ত রিট পিটিশন দায়ের করে সংবিধানের ৩২(২ক) অনুচ্ছেদের অধীনে তার মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন কিনা? , যদি তার অধিকার ইউনিয়নের একটি আদেশ দ্বারা লঙ্ঘিত হয়. সরকার. ভারতের সংবিধান সংবিধান দ্বারা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রযোজ্য হয়েছে (জম্মু ও কাশ্মীরের আবেদন) আদেশ, ১৯৫৪ (অর্ডার নং ৪৮ তারিখ ১৪ মে, ১৯৫৪) কিছু ব্যতিক্রম এবং পরিবর্তন সহ। উক্ত আদেশ দ্বারা, প্রকরন (৩) সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ মুছে ফেলা হয়েছিল, এবং (২ক) প্রকরন-এর পরে একটি নতুন ধারা (২) ঢোকানো হয়েছিল। প্রশ্নটি উল্লিখিত প্রকরন (২ক) -এর প্রকৃত নির্মাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যা পড়ে:

"দফা (১) এবং (২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রতি পূর্বানুমান না করে, হাইকোর্টের সেই সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ক্ষমতা থাকবে যেগুলির সাথে এটি কোনও ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে ইস্যু করার এখতিয়ার প্রয়োগ করে, এই অঞ্চলগুলির মধ্যে যে কোনও সরকার সহ উপযুক্ত ক্ষেত্রে, নির্দেশ বা আদেশ বা রিট,

এই অংশ দ্বারা প্রদত্ত অধিকারগুলির যে কোনও প্রয়োগের জন্য হেবিয়াস কর্পাস, ম্যান্ডামাস, নিষেধাজ্ঞা, কোও ওয়ারেন্টো এবং সার্টিওরারি বা তাদের যে কোনও একটির প্রকৃতির রিট সহ।'

এই ধারাটির অপারেটিভ অংশটি সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের সাথে প্যারি ম্যাটেরিয়ার মধ্যে রয়েছে এর পার্থক্যের সাথে যে শব্দগুলি "অন্য কোন উদ্দেশ্যে" পাওয়া যায় তা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরের হাইকোর্টের ক্ষমতা সেই পরিমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অন্য দিক থেকে এটি ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অন্যান্য হাইকোর্টের মতোই বিস্তৃত। সংশোধনীর উদ্দেশ্য স্ব-স্পষ্ট; দেশের ওই অংশে ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় উল্লিখিত হাইকোর্টকে সক্ষম করার জন্য এটি আইন করা হয়েছিল।

বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল বিস্তৃতভাবে দাবি করেছেন যে এই আদালত সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের সাদৃশ্যপূর্ণ বিধানগুলিকে ব্যাখ্যা করেছে এবং মনে করা হয়েছে যে এই অনুচ্ছেদের অধীনে রিটগুলি সেই অঞ্চলগুলির বাইরে চলে না যেগুলির ক্ষেত্রে একটি হাইকোর্টের এখতিয়ার প্রয়োগ করে এবং যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রিট চাওয়া হয়েছে তা না হলে হাইকোর্ট একটি রিট জারি করতে পারে না বাসিন্দা বা সেই হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত; এবং তাই, যুক্তির একই সমতার ভিত্তিতে, জম্মু ও কাশ্মীরের হাইকোর্ট সেই রাজ্যের অঞ্চলগুলির বাইরে চলে যাওয়ার জন্য একটি রিট জারি করতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নতুন দিল্লিতে তার অফিসারদের মাধ্যমে কাজ করে।

অপরদিকে আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি দাবি করেন যে, ৩২(২ক) অনুচ্ছেদ নয় বা অনুচ্ছেদ ২২৬ এই ধরনের কোনো সীমিত নির্মাণ বহন করে এবং উল্লিখিত সাংবিধানিক বিধানগুলির একটি উদার ও সত্যিকারের নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই রাখা উচিত যে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার সহ যে কোনও সরকারের বিরুদ্ধে একটি রিট জারি করতে পারে, একটি রাজ্যের অঞ্চলগুলির মধ্যে কার্য সম্পাদন করে, যদি এটি সেই রাজ্যের একজন ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘন করে।

আমি প্রকরণ (২ক) অনুচ্ছেদ ৩২ এর বিধানগুলি বোঝার চেষ্টা করার আগে, আমি মনে করি ২২৬ অনুচ্ছেদ ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে ট্রেস করা সুবিধাজনক হবে, কারণ এটি প্রকাশ করা আইনী অভিপ্রায়ের উপর আলোর বন্যা নিক্ষেপ করে

অনুচ্ছেদ ৩২(২ক) এ। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে, বোম্বে, কলকাতা এবং মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি শহরগুলির হাইকোর্ট ছাড়া অন্য হাইকোর্টগুলির বিশেষাধিকারমূলক রিট জারি করার ক্ষমতা ছিল না; এমনকি উল্লিখিত প্রেসিডেন্সি হাইকোর্টের ক্ষেত্রেও রিট জারি করার ক্ষমতা অনেকটাই সীমাবদ্ধ ছিল; উল্লিখিত রিট জারি করার তাদের এখতিয়ার কেবল তাদের মূল এখতিয়ারের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সরকারগুলিকে এর সুযোগ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সংবিধানের প্রণেতারা শতবর্ষের দাসত্বের পটভূমিতে, কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে যখন নাগরিকদের অধিকার লঙঘন করা হয় তখন ইংল্যান্ডের হাইকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতার সাথে কার্যকর এবং আমাদের দেশের নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রাক-স্বাধীনতা ভারতে হাইকোর্টগুলি তাদের এখতিয়ারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছিল, ভবিষ্যতে স্বৈরাচার তার কুৎসিত মাথা উত্থাপন প্রতিরোধের একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এর তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকার ঘোষণা করেছে সংবিধান, মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে কোনো সরকার, নির্দেশ, আদেশ বা রিটসহ কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে জারি করার ক্ষমতা হাইকোর্টকে দিয়েছে। সংক্ষেপে, ভারতের যেকোনো ব্যক্তি একটি অনুমোদনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন-কোন ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক তার মৌলিক অধিকার বা অন্য কোন অধিকার লঙিঘত হলে তার অধিকার রক্ষার জন্য প্রাইট হাইকোর্ট। যদি উত্তরদাতাদের বিবাদ গ্রহণ করা হয়, যখনই কেন্দ্রীয় সরকার দেশের যে কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনও ব্যক্তির অধিকার লঙঘন করে, তাকে অবশ্যই নয়াদিল্লিতে এসে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য সার্কিট বেঞ্চে একটি রিট পিটিশন দায়ের করতে হবে। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের কন্যাকুমারীতে বসবাসকারী একজন সাধারণ মানুষকে যদি বেআইনিভাবে কারাগারে আটক রাখা হয়, বা কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ দ্বারা আইনের বাইরে অন্যথায় তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে এটি আশা করা মৌলিক অধিকারের প্রতারণা হবে। তিনি পাঞ্জাব হাইকোর্টের সুরক্ষা চাইতে নয়াদিল্লিতে আসেন। ২২৬ অনুচ্ছেদের বিধান এই নির্মাণ ফ্রেমার্সকে দায়ী করবে

সংবিধানের একটি অভিপ্রায় একজন ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করা এবং তার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তার অধিকার প্রয়োগ করার প্রতিকার সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে তার থেকে বিরত রাখা। স্পষ্টতই, গণপরিষদের উদ্দেশ্য এই দেশের নাগরিকদের প্রদত্ত একটি লালিত অধিকার বলে ধারণা করার ক্ষেত্রে এমন একটি অস্বাভাবিক ফলাফল আনার ইচ্ছা ছিল না। সেক্ষেত্রে প্রদত্ত অধিকার খালি হয়ে যায় এবং সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য আক্ষরিক অর্থেই পরাজিত হয়।

২২৬ অনুচ্ছেদের সুযোগ এই আদালতের দুটি সিদ্ধান্তে হাইকোর্টের ক্ষমতার নাগালের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে, যথা, নির্বাচন কমিশন, ভারত বনাম সাকা ভেঙ্কটা রাও (১) এবং কে.এস. রশিদ এবং পুত্র বনাম আয়কর তদন্ত কমিশন (২)। যেহেতু সাতজন বিচারপতির এই বেঞ্চটি এই আদালতকে নজিরগুলির দ্বারা বাধাহীন নতুন মন নিয়ে সমস্যাটির সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম করার জন্য গঠন করা হয়েছে, আমি ৩২(২ক) অনুচ্ছেদের বিধানগুলি যাচাই করার প্রস্তাব করছি পূর্বের সিদ্ধান্ত দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত।

অনুচ্ছেদের মূলটি নিম্নলিখিত ধারা এবং বাক্যাংশগুলিতে বোঝা যায়: "যে অঞ্চলগুলির সাথে এটি তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে", "যেকোনো সরকার", "ওই অঞ্চলগুলির মধ্যে", "নির্দেশ বা আদেশ বা রিট, হেবিয়াস কর্পাসের প্রকৃতির রিট সহ, ইত্যাদি।" শব্দগুলি "সমস্ত অঞ্চল জুড়ে, ইত্যাদি" নির্দেশনা বা রিট জারি করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ার সীমাবদ্ধ করা। একটি হাইকোর্ট সমগ্র জুড়ে এখতিয়ার প্রয়োগ করে যে রাজ্যে এটি অবস্থিত। এর রিট শুধুমাত্র রাজ্য জুড়ে চলে এবং এর আঞ্চলিক সীমার বাইরে নয়। ক্ষমতার মূল উদ্দেশ্য হল কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইব্যুনালকে তাদের সীমানার মধ্যে রাখা এবং নাগরিকদের মৌলিক বা অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘন থেকে তাদের প্রতিরোধ করা। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অনুরোধে এটি একটি বা অন্য কোন রিট বা আদেশ বা নির্দেশ জারি করতে পারে যে কোন কাজটি করা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিহিত যে বাতিল আইন আবশ্যক. তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে।

(১) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪-

(২) [১৯৫৪] এস সি আর ৭৩৮।

এই প্রশ্নটি, একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটি দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে গারবান্দ রায়ত বনাম পারলাকিমেদি (১)। সেখানে রাজস্ব বোর্ড মাদ্রাজ রাজ্যের অধীনে অবস্থিত। মাদ্রাজ এস্টেট ল্যান্ড অ্যাক্ট, ১৯০৮-এর ধারা ১৭২, উত্তর সার্কারের গঞ্জাম জেলার পারলাকিমেডি গ্রাম সহ তিনটি গ্রামে রায়টদের প্রদেয় খাজনা বাড়িয়েছে। প্রশ্ন ছিল মাদ্রাজ হাইকোর্টের রাজস্ব বোর্ডের আদেশ বাতিল করার জন্য একটি রিট জারি করার ক্ষমতা ছিল কি না, কারণ সেই মামলার পক্ষগুলি মাদ্রাজ হাইকোর্টের মূল এখতিয়ারের অধীন ছিল না। বিচার বিভাগীয় কমিটি অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাজ হাইকোর্টের সেই হাইকোর্টের আঞ্চলিক সীমার বাইরে চালানোর জন্য সার্টিওরির রিট জারি করার কোন এখতিয়ার ছিল না। যখন এটা বলা হয়েছিল যে, রাজস্ব বোর্ড মাদ্রাজের ছিল, হাইকোর্টের তার আদেশ বাতিল করার এখতিয়ার ছিল, তখন বিচার বিভাগীয় কমিটি পৃ ১৬৪ -তে নিম্নলিখিত মন্তব্যের সাথে সেই বিরোধ বাতিল করে:

"রাজস্ব বোর্ডের সবসময় প্রেসিডেন্সি টাউনে অফিস ছিল, এবং বর্তমান ক্ষেত্রে যৌথ বোর্ড, যে আদেশটি অভিযোগ করেছে, শহরে এই আদেশ জারি করেছে। অন্যদিকে, পক্ষগুলি এই আদেশের অধীন নয়। হাইকোর্টের মূল এখতিয়ার, এবং পারলাকিমেডির এস্টেট প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত ... তাদের লর্ডশিপরা মনে করেন যে এখতিয়ারের প্রশ্নটিকে অবশ্যই একটি উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং এটি আদালতের যোগ্যতার মধ্যে ছিল না। শহরের অবস্থানের ভিত্তিতে রাজস্ব বোর্ডকে সার্টিওরারি ইস্যু করে বর্তমানের মতো একটি বিষয়ে এখতিয়ার দাবি করার জন্য এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রায়তির জন্য ভাড়া নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টকে এখতিয়ার দেবে। -অন্যথায় পক্ষগুলির মধ্যে গঞ্জামে হোল্ডিংগুলি এর এখতিয়ারের অধীন নয়, যা রাজস্ব অফিসারের উপর থাকত না যিনি প্রথম উদাহরণে বিষয়টি মোকাবেলা করেছিলেন।"

স্পষ্ট ভাষায় এই সিদ্ধান্ত বিষয়টির সারবস্তুর উপর জোর দেয় এবং এটিকে নিছক শারীরিক ধারণ করে

(১) (১৯৪৩) এল.আর. ৭০ আই এ ১২৯।

হাইকোর্টের এখতিয়ারের মধ্যে কোনো কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি সেই আদালতকে উল্লিখিত হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রিট জারি করতে সক্ষম করে না। সুতরাং, একটি উপযুক্ত রিট জারি করার জন্য একটি হাইকোর্টের এখতিয়ার দুটি শর্তের সহাবস্থানের উপর নির্ভর করে, যথা, (i) যে অঞ্চলগুলির এখতিয়ার রয়েছে সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে কর্মের কারণ সঞ্চিত হয়েছে এবং (ii) উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে। এই ব্যাখ্যা একটি সমালোচনার জন্ম দিতে পারে; এটা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, কোন হাইকোর্ট যদি কোনো হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে অ্যাকশনের কারণ জমা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অন্য হাইকোর্টের মধ্যে অবস্থিত হয় তবে কোন হাইকোর্ট ত্রাণ দিতে পারে? সর্বভারতীয় এখতিয়ার সহ সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ থাকতে পারে, তবে একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে অবস্থিত সুবিধার জন্য। সংবিধির অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে, তারা বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী দলগুলির অধিকারকে প্রভাবিত করে এমন আদেশ দিতে পারে। আমি প্রাথমিকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি বোধ করছি যে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষগুলি, যতদূর পর্যন্ত তাদের আদেশগুলি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কাজ করে, সেই অঞ্চলগুলির "অভ্যন্তরে" থাকবে এবং হাইকোর্ট, যা সেই অঞ্চল জুড়ে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে, তার বিরুদ্ধে একটি উপযুক্ত রিট জারি করতে পারে। বলেছেন কর্তৃপক্ষ। এই ব্যাখ্যাটি একটি হাইকোর্টের অসামঞ্জস্যতা এড়ায় যা অন্য একটি রাজ্য বা অঞ্চলের উপর যেটির কোন এখতিয়ার নেই সেখানে কর্মের কারণের ক্ষেত্রে তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের "অন্তরে" অবস্থিত একটি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি রিট জারি করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠে না, কারণ আমরা প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট।

সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ বিস্তৃত এবং সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। "ব্যক্তি বা কর্তৃত্ব" শব্দগুলি সম্পর্কে কোনও অসুবিধা নেই, তবে "যেকোন সরকার সহ" বাক্যাংশটি মতামতের দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। যদি সংবিধান প্রণয়নকারীরা কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রিট জারি করার জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতা প্রসারিত করতে চান, তবে তারা "বা রাজ্য সরকার" বলতে পারতেন, পরিবর্তে তারা পরিকল্পিতভাবে "যে কোনো সরকার" শব্দটি ব্যবহার করতেন। যা প্রথম দর্শনে বরং জড়িত বলে মনে হয় কিন্তু গভীর অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে শব্দগুলো

"যেকোনো সরকার" বলতে শুধুমাত্র রাজ্যের সরকার বোঝাতে পারে না। "যেকোনো" শব্দটি স্পষ্টভাবে অনুমান করে যে একটি রাজ্যে একাধিক সরকার কাজ করছে। সংবিধানের অধীনে প্রতিটি রাজ্যে দুটি সরকার কাজ করে। অনুচ্ছেদ ১ এর অধীনে, ভারত হবে রাজ্যগুলির একটি ইউনিয়ন এবং ভারতের ভূখণ্ড রাজ্যগুলির অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দ্বিতীয় অংশে এক শ্রেণীর নাগরিকের বিধান রয়েছে, অর্থাৎ, যে রাজ্যে একজন নাগরিকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী হতে পারেন। বসবাস করেন, তিনি ভারতের নাগরিক এবং সেই নির্দিষ্ট রাজ্যের নয়, পাশাপাশি রাজ্যের সংসদ এবং আইনসভা উভয় ক্ষেত্রেই রাজ্যকে পরিচালনা করে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয় যথাক্রমে ইউনিয়ন এবং রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা রাজ্যের কাছে প্রসারিত, এবং পূর্বেরটি এমন বিষয়ে ব্যবহার করা হয় যেগুলির বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে এবং পরবর্তীটি আইনসভার বিষয়ে। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে: অনুচ্ছেদ ৭৩ এবং ১৬২ দেখুন। বিচার বিভাগ আদালতের একটি শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে গঠিত এবং নিম্নতম থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সমস্ত আদালত সেই রাজ্যে উদ্ভূত কর্মের কারণের ক্ষেত্রে এখতিয়ার প্রয়োগ করে। কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধতা, তাই, আঞ্চলিক নয় তবে শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক এবং উভয় সরকারই রাজ্যের মধ্যে কাজ করে। এই পটভূমিতে এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে "যে কোনো সরকার"-এ অবশ্যই কেন্দ্র সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, কারণ দুটি রাজ্য সরকার একই রাজ্য পরিচালনা করতে পারে না, যদিও সুবিধার জন্য বা একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে, একটি রাজ্যের অফিস অন্য রাজ্যে অবস্থিত হতে পারে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হয় কেন অনুচ্ছেদটি কোন সরকারের বিরুদ্ধে রিট জারি করার ক্ষমতা প্রদান করে শুধুমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্রে। এই প্রশ্নের দুটি উত্তর আছে। সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে রিট করার ক্ষমতা উচ্চ আদালতের ছিল না। সংবিধান প্রথমবারের মতো হাইকোর্টকে একটি ক্ষমতা প্রদান করেছে যাতে শুধুমাত্র রাজ্য সরকার নয়, হিসাবে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধেও রিট জারি করা যায়।

কেন্দ্র সরকার কেবলমাত্র প্রশ্নবিদ্ধ রাজ্যকেই নয় বরং এর বাইরেও, এটি একটি সতর্কতা পরিচালনা করা প্রয়োজন যে একটি রিট শুধুমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্রে জারি করা যেতে পারে। হাইকোর্টের এখতিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রিট জারি করার ক্ষেত্রে সীমিত, কারণ এটি তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে কোনো পদক্ষেপের কারণে তার বিরুদ্ধে রিট জারি করতে পারে না। এমন একটি ঘটনাও হতে পারে যেখানে একটি রাজ্য সরকারের সচিবালয় অস্থায়ীভাবে অন্য রাজ্যে অবস্থিত। এই জাতীয় ক্ষেত্রেও পরবর্তী রাজ্যের হাইকোর্ট সেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রিট জারি করতে পারে না কারণ এই জাতীয় রিট জারি করা উপযুক্ত নয়, পূর্ববর্তী রাজ্যের মধ্যে দখলের কারণে।

অতএব, আমার কোন সন্দেহ নেই যে "যেকোনো সরকার" শব্দগুলি অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারে নিতে হবে।

বেশিরভাগ যুক্তি "ওই অঞ্চলগুলির মধ্যে" শব্দের উপর ঘুরছে। বলা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের অঞ্চলগুলির মধ্যে নয়, কারণ এর সদর দপ্তর দিল্লিতে। অনুচ্ছেদটি "হেডকোয়ার্টার", "আবাসিক" বা "অবস্থান" শব্দটি ব্যবহার করে না। "ভিতরে" শব্দের অভিধানের অর্থ হল "অভ্যন্তরে, বাইরে বা তার বাইরে নয়।" শব্দের অর্থটি যে প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে রঙ নেয়। একজন ব্যক্তি যদি বসবাস করেন তবে তাকে একটি অঞ্চলের মধ্যে বলা যেতে পারে। যদি তিনি অস্থায়ীভাবে উল্লিখিত অঞ্চলে প্রবেশ করেন বা কোন অথরিটি সেই অঞ্চলে থাকতে পারে তবে এটি একটি অঞ্চলের মধ্যেও থাকতে পারে অঞ্চলটি যদি সেখানে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং যদি এটি সেখানে ব্যক্তি বা সম্পত্তিকে আবদ্ধ করার আদেশ দিতে পারে তাই একটি সরকার একটি রাজ্যের মধ্যে থাকতে পারে যদি এটি একটি রাজ্যের মধ্যে থাকে এটি রাজ্যকে পরিচালনা করে, যদিও সুবিধার জন্য এর কিছু নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলের বাইরে বসবাস করছে, আমাদের অবশ্যই এই শব্দগুলির অর্থ প্রদান করতে হবে যা এটিকে ভিন্নভাবে রাখার পরিবর্তে সংবিধানের কাজকে সাহায্য করবে কেন্দ্রীয় সরকার

একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের মধ্যে আছে? বর্তমান প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকার বলতে সরকারের নির্বাহী শাখাকে বোঝায়। এটা কোথায় অবস্থিত? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিবেচনা করা প্রয়োজন "কেন্দ্র সরকার" কি? "ইউনিয়ন" শিরোনামের অধীনে পার্ট V-এ সংবিধানটি পৃথক বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত, যথা, নির্বাহী বিভাগ, সংসদ এবং কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগ। ৫৩ অনুচ্ছেদের অধীনে, ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং তা সরাসরি বা তাঁর দ্বারা প্রয়োগ করা হবে সংবিধান অনুযায়ী তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। অনুচ্ছেদ ৭৪ রাষ্ট্রপতিকে তার কার্যাবলী অনুশীলনে সহায়তা এবং পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি মন্ত্রী পরিষদের ব্যবস্থা করে। অনুচ্ছেদ ৭৭ দ্বারা, ভারত সরকারের সমস্ত নির্বাহী পদক্ষেপ রাষ্ট্রপতির নামে নেওয়া হবে বলে প্রকাশ করা হবে; এবং প্রকরন (৩) এর দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে ভারত সরকারের ব্যবসার আরও সুবিধাজনক লেনদেনের জন্য এবং উল্লিখিত ব্যবসার মন্ত্রীদের মধ্যে বরাদ্দের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়। অনুচ্ছেদ ৭৩ বলে যে সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে, ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতা সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং সরকার কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য এই জাতীয় অধিকার, কর্তৃত্ব এবং এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। কোন চুক্তি বা চুক্তির ভিত্তিতে ভারতের অবস্থান। সংবিধান কোথাও কেন্দ্রীয় সরকার বা এমনকি রাষ্ট্রপতির আসন নির্ধারণ করে না। সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন সংবিধান অনুসারে সরাসরি বা তাঁর অধীনস্থ অফিসারদের মাধ্যমে মন্ত্রীদের পরামর্শের উপর কাজ করে এবং উল্লিখিত সরকারের এখতিয়ার প্রসারিত হয়, যতদূর বর্তমান উদ্দেশ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে যার জন্য সংসদ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন জাগে, এমন সরকারের অবস্থা কী? কোনো সংবিধিবদ্ধ অবস্থা নেই। প্রশাসনের সুবিধার জন্য, এই ধরনের সরকারের কর্মকর্তারা এক জায়গায় থাকতে পারেন, বা তাদের বিভিন্ন জায়গায় বন্টন করা যেতে পারে; রাষ্ট্রপতি এক জায়গায়, প্রধানমন্ত্রী অন্য জায়গায় থাকতে পারেন

তৃতীয় স্থানে থাকা মন্ত্রীরা এবং কর্মকর্তারা যাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি অন্যদের থেকে আলাদা জায়গায় তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। যখন সচিবালয় নয়াদিল্লিতে থাকে এবং রাষ্ট্রপতি বছরে কয়েক মাস হায়দ্রাবাদে থাকেন তখন কী হয়? বিপরীতভাবে, রাষ্ট্রপতি যদি নয়াদিল্লিতে থাকেন এবং সচিবালয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক বা কিছু মন্ত্রী হায়দ্রাবাদে থাকেন তবে তার অবস্থান কী হবে? তাই, কোনো বিধিবদ্ধ অবস্থার অনুপস্থিতিতে বাসস্থান বা অবস্থানের পরীক্ষা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দিষ্ট আইনি আবাস নেই; এটি সেই সমস্ত অঞ্চল জুড়ে উপস্থিত রয়েছে যার উপর এটি এখতিয়ার প্রয়োগ করে এবং যে ক্ষেত্রে এটি সংবিধান দ্বারা বরাদ্দকৃত ক্ষেত্রে কার্যকর এবং বাধ্যতামূলক আদেশ করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক অবস্থান হল ইউনিয়নের সমগ্র অঞ্চল এবং এটি ভারতের অঞ্চলগুলির "অন্তরে" এবং তাই, প্রতিটি রাজ্যের অঞ্চল।

আসুন অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটি দেখি। সংবিধানের ৩০০ অনুচ্ছেদের অধীনে, ভারত সরকার মামলা করতে পারে বা ভারতের ইউনিয়নের নামে মামলা করতে পারে। "মামলা" শব্দটি একটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে শুধুমাত্র পদক্ষেপ বোঝার জন্য সংবিধানে সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ওয়েবস্টারের মতে, এর অর্থ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার বা অধিকার খোঁজা। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি আদালতে গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে অনুসৃত প্রথাটিও এটির জন্য দায়ী বিস্তৃত অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ শুধুমাত্র ভারত ইউনিয়নের নামে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে রিট দায়ের করা হয়। ভারতের ইউনিয়ন একটি আইনগত ব্যক্তি এবং ইউনিয়নের একটি নির্দিষ্ট স্থানে তার বসবাসের পূর্বাভাস দেওয়া অসম্ভব। এর উপস্থিতি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সীমার সাথে একত্রিত করে। এই কারণেই যে আদেশ XXVII, বিধি ৩, দেওয়ানী কার্যবিধির কোড বলে যে সরকারের পক্ষ থেকে বা বিরুদ্ধে মামলায় বাদী বা বিবাদীর নাম এবং বিবরণ এবং বাসস্থানের স্থান সন্নিবেশ করার পরিবর্তে এটি যথেষ্ট হবে ধারা ৭৯ তে দেওয়া উপযুক্ত নাম সন্নিবেশ করান। ধারা ৭৯

দেওয়ানী প্রসিডিউর কোড সংবিধানের ৩০০ অনুচ্ছেদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, এবং সেই ধারার অধীনে,

"সরকার কর্তৃক বা বিরুদ্ধে মামলায়, বাদী বা বিবাদী হিসাবে নামকরণের কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, হবে-

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার, ভারত ইউনিয়ন, এবং এর বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে

(খ) একটি রাজ্য সরকার, রাজ্য দ্বারা বা বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে।"

যেহেতু ভারতের ইউনিয়নের কোনো বিধিবদ্ধ অবস্থান নেই, তাই আদেশ XXVII, বিধি ৩, দেওয়ানী কার্যবিধির কোড, মামলায় বা লিখিত বিবৃতিতে দেওয়া তার বসবাসের স্থানকে ছাড় দেয়, যেমনটি হতে পারে। কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে বা তার বিরুদ্ধে মামলাটি এমন একটি আদালতে দায়ের করা হবে যার এখতিয়ার রয়েছে উল্লিখিত কোডের ধারা ১৫ থেকে ২০ এর বিধানের বিষয়ে। একই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে, এটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ভারতের ইউনিয়নের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কোনও আইনি অবস্থান নেই এবং হাইকোর্টের এখতিয়ারের মধ্যে এমন একটি জায়গায় এটির বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা যেতে পারে যেখানে পদক্ষেপের কারণ জমা হয়।

বলা হয় যে রিট জারি করার ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট রিটের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত। প্রিন্সিপ্যাল রিটের প্রকৃতি কেমন, যথা, হাবিয়াস কর্পাস, ম্যান্ডামস, নিষেধাজ্ঞা, কোও ওয়ারেন্টো এবং সার্টিওরারি? হেবিয়াস কর্পাসের রিট হল "বেআইনি বা অযৌক্তিক আটক থেকে অবিলম্বে মুক্তির কার্যকর উপায় প্রদান করে বিষয়ের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্য একটি বিশেষত্বমূলক প্রক্রিয়া, তা কারাগারে হোক বা ব্যক্তিগত হেফাজতে হোক" ম্যান্ডামাসের রিটটি আকারে একটি আদেশ। কোনো ব্যক্তি, কর্পোরেশন বা নিম্নতর ট্রাইব্যুনালের প্রতি নির্দেশিত, তাকে বা তাদের সেখানে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে হবে যা তার বা তাদের অফিসের সাথে প্রযোজ্য এবং এটি একটি পাবলিক ডিউটির প্রকৃতির। ট্রাইব্যুনাল এটিতে মুলতুবি থাকা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে নিষেধ করে যে ব্যক্তি তার দাবিকে সমর্থন করেছেন তা জিজ্ঞাসা করার জন্য যে ব্যক্তি একটি অফিস, ভোটাধিকার বা স্বাধীনতা দাবি করেছে বা দখল করেছে তার বিরুদ্ধে একটি তথ্য একটি কর্তৃপক্ষের কাছে "কোনো কারণ বা বিষয়ে কার্যধারার রেকর্ড প্রয়োজন

সেখানে মোকাবিলা করার জন্য হাইকোর্টে প্রেরণ করা হবে।" (হালসবারি'স লজ অফ ইংল্যান্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ দেখুন)।

এটি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কীভাবে কোনও বিষয়ের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা যেতে পারে, আদেশ জারি করা যেতে পারে, তদন্তের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা যেতে পারে, কোনও ব্যক্তির পদে থাকার প্রমাণপত্র প্রশ্নবিদ্ধ করা যেতে পারে, একটি কার্যধারার রেকর্ডগুলি উচ্চ আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আদালত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবস্থিত হলে, বা নির্দেশিত ব্যক্তি হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাস করতেন? উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করলে কীভাবে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে তা কার্যকর করা যেতে পারে তাও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। একই যুক্তির সমতার ভিত্তিতে যুক্তিটি এগিয়ে যায় যে, যেহেতু ভারত সরকারের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা দিল্লিতে থাকেন, তাই একটি রিট যা ব্রুটাম ফুলম্যান হয়ে উঠবে হাইকোর্ট জারি করতে পারে না।

এইভাবে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি সংবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির একটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে। এছাড়াও তারা রিটের প্রকৃতির সাথে রিট মোকাবেলা করার পদ্ধতির সাথে মিশ্রিত করে বা তাতে প্রণীত আদেশ কার্যকর করে। আমি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত করেছি, এই ধারাটি হাইকোর্টকে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে রিট জারি করার ক্ষমতা প্রদান করে। যদি উল্লিখিত সরকার "রাজ্যের মধ্যে" হয়, তবে এটি কি তার উত্তর যে একটি নির্দিষ্ট কাগজ বা কাগজপত্র নিয়ে কাজ করা সরকারের একজন কর্মকর্তা হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে থাকেন? যদি কেন্দ্রীয় সরকার হাইকোর্টের আদেশে আবদ্ধ হয়, তবে সরকারের পক্ষে কাজ করা বা তার বিরুদ্ধে আদেশ কার্যকর করার জন্য নোটিশ প্রদানের প্রশ্নটি পদ্ধতির ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় এবং উপযুক্ত নিয়ম প্রণয়ন করা যেতে পারে। হাইকোর্ট বা সংসদ কর্তৃক প্রণীত প্রয়োজনীয় আইন দ্বারা। যদি কেন্দ্রীয় সরকার আদেশ অমান্য করে তবে অবশ্যই এটি আদালত অবমাননার জন্য দায়ী হবে আদালত অবমাননা আইন, ১৯৫২। এমনকি যদি বিরোধিতাকারী হাইকোর্টের আঞ্চলিক সীমার বাইরে বসবাসকারী উল্লিখিত সরকারের একজন কর্মকর্তা হন, হাইকোর্টের উক্ত আইনের ৫ ধারা এর অধীনে তার কাছে পৌঁছানোর যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে।

ইংরেজি আইন থেকে আঁকা উপমা বরং বিভ্রান্তিকর। ইংল্যান্ড তুলনামূলকভাবে একটি ছোট দেশ এবং এটির রাজ্য জুড়ে শুধুমাত্র একটি সরকার কাজ করে। এখন যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছে তা ইংল্যান্ডে হতে পারে না, কারণ হাইকোর্টের কুইনস বেঞ্চ বিভাগের এখতিয়ার সমগ্র ইংল্যান্ড জুড়ে বিস্তৃত। ইংল্যান্ডে এখতিয়ারের অনুশীলনের পদ্ধতিটিও প্রযুক্তিগত সাথে পূর্ণ একটি পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, তবে পরে আইন দ্বারা সরল করা হয়েছিল। আমাদের সংবিধানের প্রণেতারা তাই পরিকল্পিতভাবে "প্রকৃতিতে" শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন যে ইঙ্গিত করে যে তারা ইংল্যান্ডে অনুসরণ করা সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করছে না, কারণ আমাদের সরকারের ফেডারেল কাঠামোর বিষয়ে পদ্ধতিটি বিকশিত হতে হবে। রিটের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের পদ্ধতিগত আইন কীভাবে ভারতে উত্থাপন করা যেতে পারে এবং এই আদালতকে অযৌক্তিকভাবে ওজন না করে শব্দগুলির উপর একটি যুক্তিসঙ্গত নির্মাণ করতে হবে? এই রিটের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সংবিধান প্রণেতাদের অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য আইনগতভাবে অনুমোদিত হলে অনুচ্ছেদটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করুন। তা ছাড়া, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদটি ইংল্যান্ডে প্রচলিত বিশেষাধিকারমূলক রিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই অনুচ্ছেদটি উপযুক্ত হাইকোর্টকেও নির্দেশ বা আদেশ জারি করতে সক্ষম করে, এবং এমন কোন কারণ নেই যে হাইকোর্ট একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি উপযুক্ত নির্দেশ দিতে বা একটি যথাযথ আদেশ দিতে পারে না। এই ধরনের নির্দেশ বা আদেশ অবশ্যই উল্লিখিত রিটের পদ্ধতিগত প্রযুক্তি থেকে মুক্ত।

আমি এখন বারে উদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষেপে লক্ষ্য করব। প্রথমটি হল নির্বাচন কমিশন, ভারত বনাম সাকা ভেঙ্কটা রাও(১) এই আদালতের সিদ্ধান্ত। সেখানে মাদ্রাজের গভর্নর নির্বাচন কমিশনকে উল্লেখ করেন, যার অফিস স্থায়ীভাবে নয়াদিল্লিতে অবস্থিত ছিল, প্রশ্নটি উত্তরদাতাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বিধানসভায় বসতে এবং ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে কিনা। এরপরে উত্তরদাতা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আবেদন করেন নির্বাচন কমিশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য

(১) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪।

বিধানসভার সদস্যতার জন্য তার কথিত অযোগ্যতার বিষয়ে অনুসন্ধান করা থেকে। এই আদালত বলেছিল যে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট জারি করার হাইকোর্টের ক্ষমতা দ্বিগুণ সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে: (i) এই ধরনের রিটগুলি তার এখতিয়ারের অধীন অঞ্চলগুলির বাইরে চলতে পারে না; এবং (ii) যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে হাইকোর্ট রিট জারি করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাকে অবশ্যই তার এখতিয়ার সাপেক্ষে অঞ্চলগুলির মধ্যে বাসস্থান বা অবস্থান দ্বারা উচ্চ আদালতের এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত হতে হবে৷ তার ভিত্তিতে রিট আবেদন খারিজ করা হয়। শুরুতেই লক্ষ্য করা যায় যে সেই মামলা আর বর্তমানের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সেক্ষেত্রে উত্তরদাতা ভারতের ইউনিয়ন নয় বরং একটি কর্তৃপক্ষ ছিল যার অবস্থান মাদ্রাজ রাজ্যের বাইরের কোনো স্থানে থাকতে পারে। বর্তমান মামলাটি উভয় শর্তই সন্তুষ্ট করে: রিটটি হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে চলে না, কারণ কেন্দ্র সরকারকে অবশ্যই উল্লিখিত অঞ্চলগুলির "অভ্যন্তরে" বলে গণ্য করতে হবে; দ্বিতীয় শর্তটিও সন্তুষ্ট, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যের মধ্যে থাকায়, তার এখতিয়ারের জন্যও উপযুক্ত।

বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেলের উপর নির্ভরশীল পরবর্তী মামলাটি একটি কনভার্স। কে এস রশিদ অ্যান্ড সন বনাম আয়কর তদন্ত কমিশন (১) এ এই আদালতের সিদ্ধান্ত। সেই ক্ষেত্রে দিল্লিতে অবস্থিত আয়কর তদন্ত কমিশন আয়কর (তদন্ত কমিশন) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ৫ এর অধীনে আবেদনকারীদের মামলার তদন্ত করছিল, যদিও আবেদনকারীরা উত্তরপ্রদেশের অ্যাসেসি ছিলেন এবং তাদের মূল মূল্যায়ন করা হয়েছিল যে রাজ্যের আয়কর কর্তৃপক্ষ দ্বারা। ইহা ছিল। দাবি করেছে যে পাঞ্জাব হাইকোর্টের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট জারি করার এখতিয়ার নেই ওই কমিশনের কাছে। এই আদালত, একটি রিট জারি করার জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতার দুটি সীমাবদ্ধতা পুনরুদ্ধার করার পরে, বলে যে কমিশন পাঞ্জাব হাইকোর্টের এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত ছিল এবং তাই, পাঞ্জাব হাইকোর্টের রিট জারি করার এখতিয়ার ছিল। এই সিদ্ধান্তও

(১) [১৯৫৪] এস সি আর ৭৩৮।

দিল্লিতে অবস্থিত সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের একটি মামলার সাথে ডিল করে এবং এটি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে কোন আবেদন করে না। ভারত সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিগুলি এক রাজ্যে অবস্থিত কিন্তু অন্য রাজ্যে এখতিয়ার প্রয়োগকারী বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে কিনা, এই ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় না; যদিও, আমি ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছি, আমি প্রথম দৃষ্টিতে এই মতামত যে তাদের না করার কোন কারণ নেই।

এখন হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে আসা, মকবুল-উন-নিসা বনাম ভারতের ইউনিয়ন (১) এ প্রাসঙ্গিক নীতিগুলির একটি স্পষ্ট উচ্চারণ রয়েছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এখন আমাদের সামনে যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে তা সরাসরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাকা ভেঙ্কটা রাও-এর মামলায় (২) এই আদালতের সিদ্ধান্তের দ্বারা নিপীড়িত না হয়েই বিজ্ঞ বিচারক সমস্যাটির কাছে গিয়েছিলেন, যে সিদ্ধান্তের পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব। সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি বিবেচনা করার পরে, সাপ্রু, জে., ফুল বেঞ্চের পক্ষে কথা বলতে, পৃষ্ঠা ২৯৩-২৯৪-এ পর্যবেক্ষণ করেছেন এভাবে:

"একটি সরকার এবং একটি কর্পোরেশন বা একটি যৌথ স্টক কোম্পানির মধ্যে সাদৃশ্য যেটির প্রধান কার্যালয় যেখানে অবস্থিত সেখানে তার আবাসস্থল রয়েছে তা বিভ্রান্তিকর। এই আদালতের এখতিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রসারিত নয় কারণ এটির মূলধন রয়েছে। দিল্লিতে এবং দিল্লিতে তার আবাসস্থল আছে বলে গণ্য করা হবে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে পার্ট ।।।-এ প্রদত্ত অধিকারের ক্ষেত্রেই নয়, পাঞ্জাব হাইকোর্ট ব্যতীত সমস্ত রাজ্য হাইকোর্টের এখতিয়ারের বাইরেও অন্য কোনও উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হবে।"

পণ্ডিত বিচারক পি এ রাষ্ট্র এগিয়ে যান. ২৯৪-

"আমাদের মতে, এই আদালতের অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার নির্ভর করে সরকারের সদর দফতর বা রাজধানী কোথায় অবস্থিত তার উপর নয় বরং সরকার কর্তৃক গৃহীত আইনের প্রভাবের উপর নির্ভর করে, তা ইউনিয়ন বা রাজ্য এই আদালতের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে।"

২২৬ অনুচ্ছেদে "যে কোনো সরকার" শব্দের বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞ বিচারক পি এ ২৯২ পর্যবেক্ষণ করেছেন এভাবে:

(১) আই এল আর [১৯৫৩] ২ সব. ২৮৯। (২) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪।

"তারা নির্দেশ করে যে প্রতিষ্ঠাতা পিতারা জানতেন যে একই ভূখণ্ডের মধ্যে একাধিক সরকার কাজ করবে।"

আমি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞ বিচারকের পর্যবেক্ষণের সাথে একমত, কারণ তারা কেবল ২২৬ অনুচ্ছেদের বিধানগুলিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে না কিন্তু সংবিধান প্রণেতাদের অভিপ্রায়কেও কার্যকর করে।

সাকা ভেঙ্কটা রাও-এর মামলায় (১) এই আদালতের সিদ্ধান্তের পর মধ্যপ্রদেশের হাইকোর্ট সুরজমল বনাম এম. পি. (২) রাজ্যের প্রশ্নটি বিবেচনা করে। সেখানে, কেন্দ্রীয় সরকার খনির ইজারার জন্য একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং আবেদন প্রত্যাখ্যান করার আদেশটি মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে বসবাসকারী আবেদনকারীকে জানানো হয়েছিল। হাইকোর্টের দ্বারা বলা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারকে আবদ্ধ করার জন্য রিটটি জারি করা যাবে না কারণ, "(ক) কেন্দ্রীয় সরকার স্থায়ীভাবে অবস্থিত বলে মনে করা যাবে না বা সাধারণত এর এখতিয়ারের মধ্যে তার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। হাইকোর্ট; (খ) কেন্দ্রীয় সরকার যে মামলার রায় দিয়েছে তা হাইকোর্টের সামনে ছিল না এবং রাজ্যের মধ্যে কোনও আইনি হেফাজতে পাওয়া যায়নি (গ) রাজ্য সরকারের আদেশ বলে গণ্য হবে; কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একীভূত হয়েছে (ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ হাইকোর্টের সামনে আনা এবং বাতিল করা না হলে রাজ্য সরকারের আদেশ স্পর্শ করা যাবে না।" আমরা এখানে প্রথম এবং দ্বিতীয় ভিত্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি, যিনি পূর্ণ বেঞ্চের পক্ষে রায় প্রদান করেছিলেন, সাকা ভেঙ্কটা রাও-এর মামলায় (১) এই আদালতের সিদ্ধান্তের নীতিটি কেন্দ্র সরকারের কাছে প্রয়োগ করেছিলেন; এবং ইতিমধ্যে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য আমি মনে করি যে সিদ্ধান্তটি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কার্যত দ্বিতীয় কারণটি মূল আইনের তুলনায় পদ্ধতিটিকে একটি উচ্চ স্তরে স্থাপন করে। এটা সত্য যে সনদপত্রের একটি রিটে রেকর্ডের জন্য বলা হবে; কিন্তু, যদি একবার ধরা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে রাজ্যের মধ্যে রয়েছে , হাইকোর্টের মহড়া কেন আমার মনে হয় না

(১) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪। (২) এ আই আর ১৯৫৮ এম.পি. ১০৩।

তার সাংবিধানিক ক্ষমতা কেন্দ্র সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে না যেখানে তার কর্মকর্তারা সেগুলি রাখত সেখানে রেকর্ড আনতে। এই দ্বিতীয় ভিত্তিটি সত্যিই প্রথমটির প্রতিফলন, যেমন, কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে নয়।

রাধেশ্যাম মাখনলাল বনাম দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (') এ বোম্বে হাইকোর্টও বলেছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটি রিট জারি করা যাবে না যার অফিস হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে অবস্থিত। বিচারপতি শাহ, সাকা ভেঙ্কটা রাওয়ের মামলায় (৯) সিদ্ধান্তের নীতিটি কেন্দ্র সরকারের কাছে প্রয়োগ করে বলেছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যালয় বোম্বে রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত না হওয়ায় বোম্বে হাইকোর্ট একটি রিট জারি করতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু বিচারপতি এস.টি. দেশাই, এতদূর যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না, এবং তিনি একটি সংকীর্ণ ভিত্তিতে তার উপসংহারে ভিত্তি করেছিলেন, যথা, রিট জারি করা হলেও তা কার্যকর করা যাবে না। আমি ইতিমধ্যে আছে উল্লেখ করেছেন যে উভয় ভিত্তিই টেকসই নয়। কেন্দ্রীয় সরকার বোম্বে রাজ্যের মধ্যে রয়েছে যতক্ষণ না এটি সেই রাজ্যে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে রিট জারি করার একটি সাংবিধানিক ক্ষমতা পেয়েছে এবং তাই, তাদের প্রয়োগযোগ্যতা সেখানে বসবাসকারী তার কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর করে না একটি নির্দিষ্ট জায়গা।

পূর্বোক্ত আলোচনা নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিতে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে: (১) সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতা প্রশস্ত প্রশস্ততার এবং এটি শুধুমাত্র হেবিয়াস কর্পাস ইত্যাদির প্রকৃতির রিট জারি করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কারণ এটি যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্দেশনা বা আদেশ জারি করতে পারে, যার মধ্যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে যেকোনো সরকারও রয়েছে। (২) সংবিধানের প্রণেতাদের অভিপ্রায় স্পষ্ট, এবং তারা অনুচ্ছেদে "যে কোনো সরকার" শব্দ ব্যবহার করেছেন যা তাদের সাধারণ তাৎপর্যের মধ্যে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (৩) হাইকোর্ট যে অঞ্চলগুলির এখতিয়ার প্রয়োগ করে এবং উল্লিখিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ বা সরকারকে পরিচালনা করে সেই অঞ্চলগুলিতে চালানোর জন্য একটি রিট জারি করতে পারে। (৪) কেন্দ্রীয় সরকার এর

(১) এ আই আর ১৯৬০ বোম ৩৫৩। (২) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪।

কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোন সাংবিধানিক পরিস্থিতি নেই, তবে এটি সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে এমন বিষয়ে তার নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং এই বিষয়ে ক্ষমতা সমগ্র ভারতে প্রয়োগযোগ্য; তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে সমগ্র ভারত জুড়ে কার্যকরী অস্তিত্ব আছে বলে আইনে গণ্য করতে হবে। (৫) যখন কেন্দ্রীয় সরকার তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে এমন একটি আদেশ দেয় যা অঞ্চলগুলির মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তির আইনগত অধিকার বা স্বার্থ লঙঘন করে একটি নির্দিষ্ট হাইকোর্ট এখতিয়ার প্রয়োগ করে, যে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি রিট জারি করতে পারে, কারণ আইনে এটি অবশ্যই সেই রাজ্যের "অভ্যন্তরে" বলে মনে করা উচিত। (৬) হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটি রিট জারি করে তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে ভ্রমণ করছে না, কারণ উল্লিখিত সরকারের বিরুদ্ধে আদেশ জারি করা হয়েছে "এর মধ্যে" রাষ্ট্র। (৭) সুবিধার জন্য উল্লিখিত সরকারের একজন নির্দিষ্ট কর্মকর্তা আদেশ জারি করার জন্য হাইকোর্টের আঞ্চলিক সীমার বাইরে অবস্থান করার বিষয়টি কোন প্রাসঙ্গিক নয়, কারণ এটি কেন্দ্র সরকারকেই রেকর্ড বা নথি উপস্থাপন করতে হবে। আদেশ পালন, ক্ষেত্রে হতে পারে। (৮) হাইকোর্টের জারি করা আদেশগুলি অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বলবৎ করা যেতে পারে, কারণ এটি তার এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত, এবং যদি সেগুলি অমান্য করা হয় তবে এটি অবমাননার জন্য দায়ী হবে। (৯) এমনকি যদি অফিসাররা শারীরিকভাবে তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে থাকেন, হাইকোর্ট সর্বদা আদালত অবমাননার আইনের অধীনে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে, যদি তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বৈধভাবে পাস করা আদেশগুলিকে অমান্য করতে বেছে নেয় যা সহজেই কল্পনা করা যায় না বা সাধারণভাবে আশা করা যায় না। (১০) কার্যপ্রণালীর নিয়মগুলির সাথে সম্পর্কিত আদেশগুলি জানাতে অসুবিধাগুলি কেন্দ্রীয় সরকার বা তার আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত নিয়ম তৈরি করা যেতে পারে।

উপরোক্ত কারণে, আমি সেই সংবিধানের ৩২(২ক) অনুচ্ছেদ কে ধরে রাখি জম্মু ও কাশ্মীরের হাইকোর্টকে সেই রাজ্যের পক্ষগুলির মৌলিক অধিকার লঙঘন করে করা আইনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিট জারি করতে সক্ষম করে।

ফলে, আমি আপিল মঞ্জুর করি, হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করি এবং তা নিষ্পত্তির নির্দেশ দিই

আইন অনুযায়ী ব্যাপার। আপীলকারী তার খরচ বহন করবে।

বিচারপতি দাস গুপ্তা,-আমার লর্ড প্রধান বিচারপতি এবং জনাব বিচারপতি সুব্বা রাও দ্বারা প্রস্তুত করা রায় পড়ার সুবিধা পেয়েছি। আপিল খারিজ করা উচিত বলে প্রধান বিচারপতি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তার সাথে আমি একমত। যাইহোক, আমি যুক্তির কিছুটা ভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই উপসংহারে পৌঁছেছি আমি সেই কারণগুলিকে সংক্ষেপে নির্দেশ করার প্রস্তাব করছি।

মাই লর্ড প্রধান বিচারপতির রায়ে সত্যগুলো সম্পূর্ণভাবে বলা হয়েছে এবং সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। এটা বলাই যথেষ্ট যে আপীলকারী জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টে সংবিধানের ৩২(২ক) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশের ইস্যুতে ভারতের ইউনিয়ন এবং জম্মু ও রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। ৩১শে জুলাই, ১৯৫৪ তারিখে ভারত সরকারের চিঠিতে পাঠানো একটি আদেশ কার্যকর করা থেকে কাশ্মীর, যেখানে ভারত সরকার ১২ই আগস্ট, ১৯৫৪ থেকে কার্যকর আপিলকারীর অকাল বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ দেয়। উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে একটি প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল যে ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের এখতিয়ারের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে একটি সরকার নয় এবং তাই আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না। হাইকোর্ট এই আপত্তি বৈধ বলে গ্রহণ করে আবেদন খারিজ করে দেন। আপীলে বিতর্কের একমাত্র প্রশ্ন হল এই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের এখতিয়ার ছিল কি না, সংবিধানের ৩২(২ক) অনুচ্ছেদের অধীনে ভারত সরকারের কাছে একটি রিট জারি করা। সংবিধানের ৩২(২ক) অনুচ্ছেদ যার অধীনে আপীলকারী হাইকোর্টের কাছে ত্রাণ চেয়েছিলেন তা নিম্নোক্ত শব্দে:-

"দফা (১) এবং (২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই, হাইকোর্টের সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে যে কোনও সরকার সহ উপযুক্ত ক্ষেত্রে যে কোনও ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে ইস্যু করার এখতিয়ার প্রয়োগ করে এমন সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ক্ষমতা থাকবে, নির্দেশ বা আদেশ বা রিট,

এই অংশ দ্বারা প্রদত্ত যে কোনো অধিকারের প্রয়োগের জন্য হেবিয়াস কর্পাস, ম্যান্ডামাস, নিষেধাজ্ঞা, কোও ওয়ারেন্টো এবং সার্টিওরারি বা তাদের যেকোনো একটির প্রকৃতির রিট সহ।"

এই অনুচ্ছেদে "হাইকোর্ট" বলতে শুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের হাইকোর্টকে বোঝায়, যদিও সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ অন্যান্য সমস্ত হাইকোর্টকে নির্দেশ করে এবং এই অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা হল শুধুমাত্র সংবিধানের পার্ট III দ্বারা প্রদত্ত অধিকারের প্রয়োগের জন্য যখন অনুচ্ছেদ ২২৬ শুধুমাত্র পার্ট III দ্বারা প্রদত্ত অধিকারের প্রয়োগের জন্য নয় বরং অন্য কোন উদ্দেশ্যে, উভয়ের বিধানগুলির জন্য ইউনিয়নের উচ্চ আদালতকে ক্ষমতা দেয়। অনুচ্ছেদগুলি (১) যে কোনও ব্যক্তিকে এবং (৩) যে কোনও সরকারকে যথাযথ রিট এবং আদেশ জারি করার জন্য উচ্চ আদালতকে দেওয়া হয়েছে এই ক্ষমতার পূর্ববর্তী শর্তের অস্তিত্বের সাপেক্ষে যে ব্যক্তি বা সরকার বা সরকার ব্যতীত অন্য কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই "যে অঞ্চলগুলির মধ্যে হাইকোর্টের এখতিয়ার প্রয়োগ করা হয়েছে" ইস্যুটির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতা থাকতে হবে। সরকারের কাছে রিট বা আদেশের প্রবর্তন করা হয় "যথাযথ ক্ষেত্রে" শব্দ দ্বারা "যে কোনো সরকার" শব্দের আগে। "যথাযথ ক্ষেত্রে" শব্দগুলির প্রভাব পরে বিবেচনার জন্য ছেড়ে দিয়ে আমাদের প্রথমে প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে হবে: কখন একটি সরকার নির্দিষ্ট উচ্চ আদালতের এখতিয়ারের অধীনে অঞ্চলগুলির মধ্যে থাকে? প্রথম উত্তরদাতা, ভারতের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে, এটিকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে হাইকোর্টের এখতিয়ারের অধীনে থাকা অঞ্চলগুলির মধ্যে সরকারকে অবশ্যই সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে অবস্থিত হতে হবে। এটি নির্দেশ করা হয়েছে যে "যে কোনো ব্যক্তি" যে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে থাকতে হলে সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে; সরকার ব্যতীত অন্য একটি কর্তৃত্বও রয়েছে, এটিকে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে বলা যেতে পারে, সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি দৈহিক অস্তিত্ব সেখানে তার কার্যালয় থাকার মাধ্যমে। নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে অবস্থানের একই প্রয়োজনীয়তা, এটি যুক্তিযুক্ত, সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যুক্তি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় এবং প্রথম দর্শনে এমনকি যুক্তিসঙ্গত। তবে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই যুক্তিটি এই ভুল ধারণার উপর ঝাপসা করে সমস্যাটিকে আরও সরল করে তোলে যে সরকার ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা কোনো কর্তৃপক্ষের মতো একইভাবে সরকারের একটি অবস্থান রয়েছে। একইভাবে একজন ব্যক্তি যে কোন সময়ে কোন নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থেকে অবস্থান করে বা সরকার ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত সেখানে অবস্থিত বলা যায়? কোন সন্দেহ নেই যে আমরা যখন একটি সরকার নিয়ে ভাবি, রাজ্যের হোক বা কেন্দ্রের হোক আমরা রাজ্যের নির্বাহী অঙ্গের কথা ভাবি। ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতা ৫৩ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত এবং তার দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। রাজ্যগুলির নির্বাহী ক্ষমতা রাজ্যগুলির গভর্নরদের উপর ন্যস্ত এবং তাদের দ্বারা প্রয়োগ করতে হবে। তবে এটা কি অনুসরণ করে যে ভারত সরকার যেখানে রাষ্ট্রপতি থাকেন সেখানে অবস্থিত এবং একইভাবে প্রতিটি রাজ্যের সরকার যেখানে রাজ্যপাল থাকেন সেখানে অবস্থিত? এটা লক্ষ্য করতে হবে যে সংবিধানের ১৩০ অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বসবে, ভারতের রাষ্ট্রপতি কোথায় থাকবেন বা তার উপর অর্পিত তার কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন সে বিষয়ে এমন কোন বিধান করা হয়নি। সংবিধানের ২৩১ অনুচ্ছেদ প্রতিটি রাজ্যের হাইকোর্টের জন্য একটি প্রধান আসনের কথা বলে। "ভারতের রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যগুলির গভর্নরদের জন্য" যে কোনও প্রধান আসনের কোনও উল্লেখের জন্য আমরা নিরর্থক অনুসন্ধান করি। ভারতের রাষ্ট্রপতির একটি বিশেষ আবাসস্থল রয়েছে, দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবন এবং রাজ্যগুলির রাজ্যপালদেরও বিশেষ বাসস্থান রয়েছে যা রাজভবন নামে পরিচিত রাজ্যের কিছু জায়গায়, যা আমাদের সংবিধান ভুলে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত। রাষ্ট্রপতি বা গভর্নরদের জন্য কোনো বাসস্থানের ব্যবস্থা করে না। ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ইউনিয়নের মধ্যে একাধিক স্থায়ী বসবাস থেকে বিরত রাখার কিছু নেই। যদি এটি ঘটে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, বলুন, বোম্বে, কলকাতা এবং

দিল্লিতে বাসস্থান ছাড়াও মাদ্রাজ, এটা কি বলা যায় যে ভারতের রাষ্ট্রপতি যখন দিল্লিতে থাকেন, তখন ভারত সরকার দিল্লিতে অবস্থিত? কলকাতায় যখন তিনি কলকাতায় থাকেন, রাষ্ট্রপতি যখন বোম্বেতে থাকেন তখন তা বোম্বেতে যায় এবং রাষ্ট্রপতি যখন মাদ্রাজে থাকেন এবং মাদ্রাজে থাকেন? এটি প্রথম দর্শনে একটি চমত্কার দৃষ্টান্ত বলে মনে হতে পারে; কিন্তু যখন আমরা মনে করি যে, আসলে ব্রিটিশ শাসনামলে ভাইসরয়ের বছরের কিছু অংশের জন্য সিমলায় স্থায়ী বসবাসের জায়গা ছিল এবং ১৯১১ সালের আগে এবং ১৯১১ সালের পরে একটি স্থায়ী জায়গা ছিল কলকাতায়। দিল্লিতে এবং অন্যটি সিমলায় বসবাসের কারণে, এটি সহজেই দেখা যায় যে চিত্রের মাধ্যমে উপরে যা বলা হয়েছে তা কোনওভাবেই অসম্ভব নয়। তাই যদি একটি সরকার সেই জায়গায় স্থাপন করা হয় যেখানে রাজ্যের প্রধান - ভারত সরকারের ক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রতিটি রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল থাকেন সরকার সারা বছর যেখানে অবস্থান করে সেই স্থান হিসাবে কোনও নির্দিষ্ট স্থানের কথা বলা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এটি কোনও রাজ্য সরকারের রাজ্যের উচ্চ আদালতের অঞ্চলগুলির মধ্যে থাকার প্রশ্নকে প্রভাবিত করতে পারে না। রাজ্যপালের বাসস্থানের জন্য যে জায়গাই থাকুক না কেন তা রাজ্যের অঞ্চলের মধ্যে হতে বাধ্য। তবে অবস্থানটি সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত এবং কঠিন হয়ে উঠবে কারণ ভারত সরকারের কোনো বিশেষ হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে। বছরের কিছু অংশের জন্য এটি হতে পারে, যদি রাষ্ট্রপতির বাসভবন সরকারের অবস্থান নির্ণয়ের মাপকাঠি হয়, যে ভারত সরকার একটি হাইকোর্টের অঞ্চলের মধ্যে থাকবে এবং বছরের অন্যান্য অংশের জন্য অন্য হাইকোর্টে থাকবে। আদালত। তাই ভারত সরকার কোথায় অবস্থিত তা নির্ধারণের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির বাসভবনের পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হবে।

রাষ্ট্রপতির বাসভবনের পরীক্ষাটি অলীক মনে করে, কেউ বলার চেষ্টা করতে পারে যে ভারত সরকার বা একটি রাজ্যের মন্ত্রকের অফিস যেখানে অবস্থিত সেখানে অবস্থিত। অনুচ্ছেদ ৭৭ এর অধীনে রাষ্ট্রপতি ভারত সরকারের ব্যবসা বরাদ্দ করেন

১৬৬ অনুচ্ছেদের অধীনে থাকাকালীন মন্ত্রীদের মধ্যে একটি রাজ্যের গভর্নর একটি রাজ্যের সরকারের ব্যবসা বরাদ্দ করেন- যে ব্যবসার ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে তার বিবেচনার ভিত্তিতে কাজ করতে হয়- রাজ্যের মন্ত্রীদের মধ্যে। তাই যদি এটা বলা সঠিক হয় যে ভারত সরকারের সমস্ত মন্ত্রীদের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের কার্য সম্পাদন করতে হয়েছিল, তবে এটি বলা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে ভারত সরকার সেই জায়গায় অবস্থিত। একইভাবে যদি একটি রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রীদের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের বরাদ্দকৃত ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের কার্য সম্পাদন করতে হয় তবে রাজ্য সরকার সেই জায়গায় অবস্থিত বলে বলা যেতে পারে। তবে সংবিধানে এমন কোনো বিধান নেই যে রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাদের কার্য সম্পাদন করবেন বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাদের কার্য সম্পাদন করবেন। পরিস্থিতি কেবল জরুরী অবস্থায়ই নয়, এমনকি সাধারণ সময়েও, যখন সরকারের কিছু মন্ত্রী তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যবসাটি বাকি মন্ত্রীরা যে জায়গায় করছেন তার থেকে আলাদা জায়গায় নিষ্পত্তি করা প্রয়োজনীয় এবং কাম্য মনে করতে পারে। পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসন ভারত সরকারের ব্যবসার অংশ এবং এই ব্যবসার যথাযথ সম্পাদনের জন্য শরণার্থীদের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় রয়েছে। এটা সুপরিচিত যে এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে তার ব্যবসার একটি বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় সম্পাদন করতে হয় এবং বছরের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সেখানে থাকে। এই মন্ত্রকের অনেক অফিসই কলকাতায় অবস্থিত। এই মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে যা সত্য, তা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে বাণিজ্য মন্ত্রকের ব্যবসার কিছু অংশ দিল্লির চেয়ে বোম্বে, কলকাতা বা মাদ্রাজের মতো জায়গায় সঞ্চালিত হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, এবং যদি এটি ঘটে থাকে তবে সেই মন্ত্রী যার কাছে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের ব্যবসা করা হয়েছে। বরাদ্দ দিল্লির পরিবর্তে এই জায়গাগুলিতে তার ব্যবসা লেনদেন করবে। জনস্বার্থের প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয়ের ব্যবসার বৃহত্তর নিরাপত্তার অংশ

কারণে বা অন্যান্য কারণে দিল্লি থেকে দূরে কোথাও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে সেই জায়গায় তার ব্যবসা লেনদেন করতে হবে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ভারত সরকারের কোনো মন্ত্রক একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হওয়ার কথা বলা সম্ভব হতে পারে, তবে সমগ্র ভারত সরকার সেই স্থানে অবস্থিত নাও হতে পারে। আমার মতে, তাই কোনো সরকারের অবস্থানের কথা বলা সঠিক বা সঙ্গত নয়। অথবা ভারত সরকারের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য অন্য কোন সন্তোষজনক পরীক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

নির্বাচন কমিশন বনাম সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাও (১) এই আদালত ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিটের আগে তা ধরেছিল একটি কর্তৃপক্ষকে ইস্যু করতে পারে, কর্তৃপক্ষ অবশ্যই হাইকোর্টের এখতিয়ারের অধীনে থাকা অঞ্চলগুলির মধ্যে অবস্থিত হতে হবে। সেখানে অবশ্য আদালত কোনো সরকারের মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না এবং কোনো সরকারের অবস্থান আছে কিনা তা বিবেচনা করার কোনো সুযোগ ছিল না। সেই মামলায় এবং কে.এস. রশিদ এবং পুত্র বনাম আয়কর তদন্ত কমিশন, ইত্যাদির পরবর্তী মামলার সিদ্ধান্ত (২) তাই আমাদেরকে এটা ধরে রাখতে বাধ্য করে না যে একটি কর্তৃপক্ষের মতো একইভাবে সরকারের একটি অবস্থান রয়েছে। যেমন একটি নির্বাচন কমিশন বা একটি আয়কর তদন্ত কমিশন। তাই এটি ধরে রাখা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যে হাইকোর্টের এখতিয়ারের অধীনে থাকা একটি সরকারের শর্ত পূরণ করার জন্য যা প্রয়োজন তা হল সরকার অবশ্যই সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে কাজ করবে। ভারত সরকার সমগ্র ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে কাজ করে। তাই এই উপসংহারটি প্রতিহত করা যায় না যে ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট সহ প্রতিটি হাইকোর্টের এখতিয়ারের অধীনে রয়েছে।

"যেকোন সরকার" শব্দের ব্যবহার আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের এখতিয়ারের অধীনে থাকা অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে এমন ভাবার একটি অতিরিক্ত কারণ। প্রেক্ষাপটে "যেকোন সরকার" এর অর্থ হতে পারে না

(১) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪। (২) [১৯৫৪] এস সি আর ৭৩৮।

আইআইও

প্রতিটি সরকার। যদি অবস্থান পরীক্ষাটি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রয়োগ করা হয় তবে একমাত্র সরকার হবে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার। তাহলে হাইকোর্টকে তার অঞ্চলের মধ্যে "যেকোন সরকারের" বিরুদ্ধে ত্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া অর্থহীন হবে। এই শব্দগুলি "যে কোনও সরকার" ব্যবহার করা হয়েছিল কারণ সংবিধান প্রণেতারা চেয়েছিলেন যে হাইকোর্টের ভারত সরকারের বিরুদ্ধেও ত্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে।

কিন্তু, উত্তরদাতা দাবি করেছেন, এটি একটি অসহনীয় অবস্থান তৈরি করবে যা সংবিধান প্রণেতারা ভাবতে পারেননি। ভারত সরকার ভারতের প্রতিটি হাইকোর্টের অঞ্চলের মধ্যে থাকার ফলে, বলা হয়, ভারত সরকার ভারতের প্রতিটি হাইকোর্টের রিট এবং আদেশের অধীন হবে। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ত্রাণ চাওয়া একজন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই হাইকোর্ট বেছে নেবেন যা তার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং তাই ভারত সরকারকে ত্রাণের জন্য আবেদনের মুখোমুখি হতে হতে পারে একই আদেশের বিরুদ্ধে সমস্ত বিভিন্ন হাইকোর্টে বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। ভারতে। যদি ভারত সরকারের কাছে এমন অসুবিধার একটি অবস্থান, যদিও ত্রাণপ্রার্থী ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক, তবে প্রকৃতপক্ষে সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দগুলির ফলে, আমি একের জন্য, সরকারকে সাহায্য করার জন্য শব্দগুলির সঠিক ব্যাখ্যা থেকে সঙ্কুচিত হতে অস্বীকার করব। তবে আমি মনে করি না যে ফলাফলটি অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা, "যথাযথ ক্ষেত্রে" শব্দের সঠিক পাঠে, আমার কাছে মনে হয়, এমন প্রতিটি কাজ বা বাদ দেওয়ার জন্য থাকবে যার বিষয়ে ত্রাণ দাবি করা যেতে পারে, শুধুমাত্র একটি হাইকোর্ট এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে।

এটি প্রথমে লক্ষ্য করা উচিত যে "যথাযথ ক্ষেত্রে" এই শব্দগুলির ব্যবহার দ্বারা প্রবর্তিত সীমাবদ্ধতা ব্যক্তি এবং সরকার ব্যতীত অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে রিট করার ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়নি। এটি প্রস্তাব করা হয়েছে যে এই শব্দগুলির প্রভাব হল যে কোনও সরকারের বিরুদ্ধে রিট ইস্যু করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট একই স্বাধীনতা পায়নি যেটি ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রিট জারি করার সময় পেয়েছে

সরকার এবং যখন কোন সরকারের বিরুদ্ধে ত্রাণ চাওয়া হয় তখন হাইকোর্টকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে নির্বিচারে রিট জারি করা না হয় তবে শুধুমাত্র যথাযথ ক্ষেত্রে। এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতে আমার কোন দ্বিধা নেই। সরকারের বিরুদ্ধে যখন ত্রাণ চাওয়া হয় তখন থেকে যখন অন্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ত্রাণ চাওয়া হয় তখন সংবিধান প্রণেতারা আদালতের জন্য বিভিন্ন মানদণ্ড তৈরি করতে চেয়েছিলেন তা এক মুহূর্তের জন্যও গুরুত্বের সাথে চিন্তা করা যায় না। প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ত্রাণ চাওয়া হয়েছে, ত্রাণ দেওয়া উচিত বা না দেওয়া উচিত কিনা তা বিবেচনা করার জন্য হাইকোর্টের দায়িত্ব রয়েছে। এটি সমানভাবে স্পষ্ট যে এই ধরনের বিচক্ষণতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট শুধুমাত্র যথাযথ মামলায় ত্রাণ দেবে, যেখানে ত্রাণ দেওয়া উচিত নয় এমন ক্ষেত্রে নয়।

তাহলে কেন এই শব্দগুলি "যথাযথ ক্ষেত্রে" ব্যবহার করা হয়েছিল? আমার মনে হয় যে সংবিধান প্রণেতারা দেশের সমস্ত হাইকোর্টকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রিট জারি করার এখতিয়ার দেওয়া হলে যে অসুবিধাগুলি দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের অঞ্চলের মধ্যে কাজ করতে চেয়েছিল। এই ধরনের এখতিয়ার শুধুমাত্র সেই হাইকোর্টের যেখানে ত্রাণ চাওয়া হয়েছিল এমন আইন বা বাদ দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ত্রাণ চাওয়া হয় যে স্থানে অভিযোগ করা হয়েছে যে কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল বা যখন বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে ত্রাণ চাওয়া হয়, সেই জায়গাটি যেখানে কাজটি করা উচিত ছিল তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একবার এই জায়গাটি নিশ্চিত হয়ে গেলে হাইকোর্ট যে জায়গাটির উপর এখতিয়ার প্রয়োগ করে তা হল একমাত্র হাইকোর্ট যার এখতিয়ার রয়েছে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ত্রাণ দেওয়ার। এটি, আমার দৃষ্টিতে, "উপযুক্ত ক্ষেত্রে" শব্দের প্রয়োজনীয় ফলাফল।

আপীলকারীর তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে প্রিভি কাউন্সিলের রায়টস অফ গারাবন্ধো বনাম পার্লাকিমেডির জমিদার (') এর সিদ্ধান্তের কর্তৃত্বের উপর যে সমস্ত কিছু উচ্চ আদালতকে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কাজ করার জন্য এখতিয়ার দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় হ'ল কর্মের কারণের একটি অংশ সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে যার সাথে এটি এখতিয়ার প্রয়োগ করে। কর্মের কারণ ত্রাণ জন্য এখতিয়ার আকর্ষণ করে কিনা প্রশ্ন

(১) (১৯৪৩) এল.আর. ৭০ আই এ ১২৯।

সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে সাকা ভেঙ্কটা সুব্বা রাওয়ের মামলায় (1) মামলার ক্ষেত্রে এই আদালত বিবেচনা করেছিল এবং উত্তরটি নেতিবাচক ছিল। পারলাকিমেডির মামলায় প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে (২) এই আদালত উল্লেখ করেছে যে এই সিদ্ধান্তটি সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদটির সুযোগ, উদ্দেশ্য বা শব্দের অনুরূপ একটি বিধিবদ্ধ বিধান নির্মাণ চালু করেনি নির্মাণে খুব বেশি সহায়ক নয়। আদালতের রায় প্রদান করে পতঞ্জলি বিচারপতি শাস্ত্রী ও পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"কার্যের কারণ মামলার এখতিয়ারকে আকর্ষণ করে এমন নিয়মটি বিধিবদ্ধ আইনের উপর ভিত্তি করে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে জারিযোগ্য রিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না হাইকোর্ট যে এখতিয়ার প্রয়োগ করে সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে।"

এই সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক, এবং আমি সম্মানের সাথে যোগ করতে পারি যে আমি এর সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ খুঁজে পাই না।

এটা সত্য যে সেক্ষেত্রে আদালতকে সরকার ব্যতীত অন্য কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারের প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হয়েছিল। তবে এটা দেখা কঠিন যে কেন পদক্ষেপের কারণ সরকার ব্যতীত ব্যক্তি এবং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এখতিয়ার আকর্ষণ করতে না পারে তবে এটি সরকারের বিরুদ্ধে এখতিয়ার আকর্ষণ করবে। এটা আমার কাছে পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে যে কর্মের কারণের উপর ভিত্তি করে এখতিয়ারের নীতিটি সংবিধানের ২২৬ বা ৩২(২ক) অনুচ্ছেদের অধীনে প্রবর্তিত হয়নি।

এটি প্রথম দর্শনে মনে হতে পারে যে হাইকোর্ট যার এখতিয়ারের মধ্যে পদক্ষেপ বা বাদ দেওয়ার অভিযোগ, সংঘটিত হয়েছে তার এখতিয়ার থাকবে, কার্যের কারণ আদায়কে এখতিয়ারের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা কার্যকর। এটি যদিও সঠিক নয়। যে এখতিয়ারের মধ্যে হাইকোর্টের আইন বা বাদ দেওয়া হয়, তার এখতিয়ার রয়েছে, কারণ কর্মের কারণের একটি অংশ সেখানে উদ্ভূত হয়েছে বলে নয়, বরং "যথাযথ ক্ষেত্রে" শব্দ ব্যবহারের ফলে।

(১) [১৯৫৩] এস সি আর ১১৪৪। (১) (১৯৪৩) এল.আর. ৭০ আই এ ১২৯।

হাইকোর্টের বেশ কয়েকটি মামলা যেখানে এখন আমাদের সামনে প্রশ্নটি বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে এবং জনাব বিচারপতি সুব্বা রাও-এর রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেগুলি নিয়ে আবার আলোচনা করার কোনও কার্যকর উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।

উপরে আলোচিত কারণগুলির জন্য আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ভারত সরকার ভারতের প্রতিটি হাইকোর্টের অঞ্চলের মধ্যে থাকাকালীন একমাত্র হাইকোর্ট যে ২২৬ অনুচ্চেদের অধীনে একটি রিট বা আদেশ বা নির্দেশ জারি করার এখতিয়ার রয়েছে৷ বা অনুচ্ছেদ ৩২ (২ক) এর বিরুদ্ধে যে অঞ্চলগুলির অধীনে কাজ বা বাদ দেওয়া হয়েছিল যার বিরুদ্ধে ত্রাণ চাওয়া হয়েছিল।

বর্তমান ক্ষেত্রে যে কাজটির বিরুদ্ধে ত্রাণ চাওয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে দিল্লিতে সম্পাদিত হয়েছিল যা দিল্লির এখতিয়ারভুক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে। পাঞ্জাব হাইকোর্ট এবং জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট তাই ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে না।

ফলস্বরূপ, আমি আমার লর্ড প্রধান বিচারপতির সাথে একমত যে আপিলটি খরচ সহ খারিজ করা উচিত।

আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত অনুযায়ী, এই আপিল খরচ সঙ্গে খারিজ করা হয় আদালত দ্বারা।

আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।